কুরআন ও হাদীসের আলোকে

হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর আগমন

ও

সত্যতার প্রমান

মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকি

1991

ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD

প্রথম সংস্করণ: ২০, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ ইং,
খুলনা, বাংলাদেশ।

পরিবর্তীত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করন
১৯৯১ ইং

প্রকাশনায়ঃ

ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশান লিমিটেড
"ইসলামাবাদ"
সীপাথচ লেন,
টিলফোর্ড, ছারে জি ইউ ১০, ২ এ কিউ,
ইংল্যান্ড
মুদ্রনে রাকীম প্রেস,
ইসলামাবাদ, ইংল্যান্ড

© 1991 ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD.

ISBN 1 85372 457 2

Published by:
Islam International Publications Ltd.
Islamabad,
Sheephatch Lane, Tilford,
Surrey GU10 2AQ, U.K.

Printed by:
Raqeem Press,
Islamabad, U.K.

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর আগমন

ও

সত্যতার প্রমান

মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকি

1991
ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্ব প্রথম পরম করুনাময় আল্লাহ তা'লার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি, যিনি এই সৌভাগ্য দান করেছেন যে, এ ছোট্ট অথচ বহু মূল্যবান তথ্যপূর্ণ বইখানি প্রকাশ করতে যাচ্ছি। আল হামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আল হামদুলিল্লাহ। অতঃপর, যারাঁ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারে এ কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, তাদেঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেবের (সম্পদক, পাক্ষিক আহমদী) নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ, তিনি বড় পরিশ্রম ও কষ্ট করে ইহার খসড়া দেখে দিয়েছেন। অতঃপর জনাব মোহাম্মদ মুস্তফা আলী সাহেব, ন্যাশনাল আমীর বাংলা দেশ, জনাব ফজলুল করিম মোল্লা সাহেব (সহ-সম্পদক, পাক্ষিক আহমদী,) আরো কয়েকজন আমার সহকর্মী খসড়া দেখে বহু পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ তা'লা সকলকে উত্তম পুরষ্কার দান করুন। আমীন।

শেষে মহান আল্লাহ তা'লার কাছে এই প্রার্থনা করি যে, তিনি আমার এই সামান্য চেষ্টাটুকু গ্রহন করুন এবং ইহাকে ফলপ্রসূ ও সাফল্যমণ্ডিত করুন, যেন দেশ-বিদেশে বসবাসকারী অসংখ্য বাংলাভাষী আল্লাহ'র বান্দারা যথেষ্ট উপকৃত হতে পারেন। আমীন। বিনীত।

মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকি
মুরব্বী ,সিলসিলাহ আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর আগমনের পটভূমি	১
খৃষ্টান ধর্মের অগ্রগতি ও আক্রমন	২
খৃষ্টান ধর্মের আক্রমনের প্রতিরোধে হযরত মির্যা সাহেব	৪
হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর আগমন সম্পর্কে কুরআন পাকের ভবিষ্যদ্বানী	৭
হযরত ঈসা আঃ ইনতেকাল করেছেন	১১
যাঁরা হযরত ঈসা আঃকে মৃত বলে ঘোষনা করেছেন	১৪
আয়াত খাতামান্নাবীয়ীন ও ইমাম মাহদী আঃ এর আগমন	১৬
লা-নাবীয়া বা'দী (আমার পরে নবী নেই)	১৮
যালিকাল কিতাব লা রায়বা ফিহে	২১
সবচেয়ে বড় শুভ-সংবাদ ও সম্ভাবনা সূরা ফাতেহায়	২৪
হযরত ইমাম মাহদী আঃ কখন আসবেন	২৮
মাহদী আঃ এর যুগ নির্দেশকারী একটি অপূর্ব নিদর্শন	৩০
মাহদী আঃ এর যুগ সম্পর্কে উম্মতের বুযুর্গ ইমামগণের মন্তব্য	৩২
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আঃ এর দাবীর সত্যতার প্রমান	৩৫
নবীর নবুয়তের দাবীর পূর্বের জীবন পবিত্র হয়	৩৬
আল্লাহ তা'লা জালেমকে সফলতা দান করেন না	৩৭
আল্লাহ ও তাঁর নবী সর্বকালে বিজয়ী হন	৩৯
নবীর সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমান তাঁর খেলাফত	৪০
নবুয়তের মিথ্যাদাবী কারককে শায়েস্তা করা আল্লাহ'র কাজ	৪৩
পরিশিষ্টী	৪৭

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের পটভূমি

উনবিংশ শতাবদীর শেষার্ধে বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মের প্রতিদ্বন্দিতারর ক্ষেত্রে, এমন কি, প্রত্যেকটি ধর্মের অভ্যান্তরীন ক্ষেত্রেও বিভিন্ন মতবাদ ও চিন্তাধারা আত্মপ্রকাশ করে। নানাপ্রকার প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দ্বন্দ্ব, কলহ ও সংঘর্ষ বিস্তার লাভ করে। ইহাতে বিশ্ব ব্যাপী এক বড় ধর্মীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকটি ধর্ম স্বীয় প্রাধান্য বিস্তারের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। নব সভ্যতার উন্মেষ ও অগ্রগতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রসার, দর্শনের নতুন নতুন মতবাদের প্রচার এবং বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যপক প্রচলনের ফলে, সমাজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নবতর মূল্যায়নের উদ্ভব ঘটে। এর প্রেক্ষিতে, দ্রুত পরিবর্তনশীল গতিধারার এক নব-জাগরন দেখা দেয়। ফলে, ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্ম-সমর্থিত, ধর্ম-নিরপেক্ষ ও ধর্মবিরোধী সকল মতবাদের পক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন মত-পথ-পন্থার এক ব্যপক প্রচারনা শুরু হয়।

এ শতাব্দীতেই এশিয়া মহাদেশের এক বিশাল ভূখণ্ড ভারতবর্ষ বা তদানীন্তন ভারতে খৃষ্টানধর্ম, ইসলাম ধর্ম এবং বেদভিত্তিক বিভিন্ন মত-পথের সমন্বয়ে গড়ে উঠা হিন্দু ধর্ম, এই তিনটি ধর্মের বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রাধান্য লাভের যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, সংঘাত ও সংঘর্ষ চলছিল, তা এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সময়েই কয়েক শতাব্দীকালব্যাপী মুসলিম শাসিত ভারতবর্ষে মুসলিম কতৃত্ব, শাসন ও রাজত্বের অবসান হয় এবং ভারতে ইংরেজদের আগমন ও রাজ্যশাসনের আরম্ভ হয়। এই ক্রান্তিলগ্নে, বিজেতা শাসকরূপী ইংরেজ খৃষ্টানগন তাদের শাসন ক্ষমতাকে সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার মানসে ভারতীয়দেরকে খৃষ্টানধর্মে দীক্ষিত করার এক মহাপ্রয়াসে লিপ্ত হয়। আর মুসলমানদের রাজ্যচ্যুতির সুযোগে, ভারতবর্ষের উগ্রপন্থি উচ্চবিত্ত হিন্দু সমাজ সমগ্র ভারতবর্ষে এক অখণ্ড হিন্দুরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে।

অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের উপর এদেশের সাধারন মুসলিম জনগণের ছিল গভীর বিশ্বাস ও প্রবল অনুরাগ। কিন্তু নেতৃত্বের এবং সুশৃঙ্খলার ছিল দারুন অভাব। আউলিয়ায়ে কেরাম, এমনকি সাধারন মুসলমানগণও অন্তর দিয়ে নেতা ও নেতৃতের প্রচণ্ড অভাব বোধ করছিলেন। খেদমতের শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এদেশের আলেম সমাজ হতাশা নিরাশা, অনৈক্য, উদ্বেগ, ও অনিশ্চয়তায় ভুগছিলেন। অপর দিকে, অন্য ধর্মাবলম্বী প্রচারকবৃন্দ, বিশেষভাবে খৃষ্টান পাদ্রীরা এবং বেদ ভিত্তিক বিভিন্ন মত ও পন্থার সমন্বয়ে গঠিত হিন্দু সম্প্রদায় একযোগে ইসলাম বিরোধী ভূমিকায় ছিল কর্মতৎপর এবং সংঘবদ্ধ। এ সময়ে মুসলমান শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষ সমূহের তুলনায় ছিল নির্জীব ও পশ্চাৎপদ। আলেমগন মসজিদ আর মাদ্রাসায় মান্ধাতা-আমলের পুরাতন ও সীমিত জ্ঞান ভিত্তিক দর্শন এবং যুক্তি বিদ্যা যতটুকু জ্ঞানার্জন করতেন, তা নিয়ে বিরোধীপক্ষের ক্ষুরধার যুক্তি-তর্কের সামনে দৃঢ়তার সাথে রুখে দাঁড়াবার মত সৎসাহসীকতা বা পরিপূর্ণতা তাদের ছিল না। উপরন্ত, আলেম সমাজ নিজেদের পারস্পরিক মতভেদ, অভ্যন্তরিন দ্বন্দ ও ব্যক্তিগত

মানসিক সংকীনতা দিনের পর দিন তাদের দূর্বল থেকে দূর্বলতর করে ফেলছিল। সেদিন বিরোধী- শক্তি সমূহ ইসলামী বই-পুস্তকের উপরে ভিত্তি করে পবিত্র কুরআন শরীফ ও রাসূলে করিম সাললাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নতের উপর যে জঘন্যতম ও প্রচন্ডতম আক্রমন করত, আমাদের আলেমগণ সেগুলির সঠিক উত্তর দিতে ও মোকাবেলা করতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছিলেন। সুতরাং বিরোধীদের আক্রমন ও শক্তি-সাহস দিন দিন জোরদার হয়ে উঠছিল। এই মেরুকরণের ঘূর্নি-আবর্তে বড় বড় নামজাদা আলেমদের মধ্য থেকেও বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহন করে নিচ্ছিলেন আর সাধারন মুসলমানদেরতো কথাই নেই। কেউ দূর্বলচিত্তের কারনে, কেউবা ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য, কেউবা লোভ-লালসার কারনে ধর্মান্তর গ্রহন করতে লাগল। এ প্রেক্ষাপটে, সাধারন মুসলমান সমাজের প্রকৃত সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান সহজেই অনুমান করা যায়। এমন কি, অন্যান্য দৃঢ়চিত্ত বিশিষ্ট আলেমগণও এ সময়ে প্রমাদ গুনতে শুরু করেছিলেন।

কিছু কিছু ঐতিহাসিক দলিল প্রমান পাঠকদের সামনে তুলে ধরা যায়। যেমন, স্যার সৈয়দ আহমদ খান লিখেছেনঃ আর্শ্চয্য এই যে, যারা শিক্ষা লাভ করছেন এবং জাতির উন্নতির ভরসা যাদের উপর, তারা সয়ং শয়তান ও বদনামীর কারন হয়ে যাচ্ছেন।"

[আনজুমানে তরককিয়ে আদব লাহোর' কতৃক প্রকাশিত 'মকতুবাতে স্যার সৈয়দ আহমদ'পৃ-২৭৪]

নবাব সিদ্দীক হাসান খান ভুপালী লিখেছেনঃ "এখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআন শরীফের মাত্র শব্দসমূহ বাকী রয়ে গেছে। বাহ্যতঃ মসজিদগুলী আবাদ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কোথাও হেদায়েত নেই।"[ইকতারাবুস সায়াত-পৃ-১২]

এই প্রেক্ষাপটে আল্লামা ইকবাল মনের ক্ষেদে বলেছিলেনঃ

শোর হ্যায় হো গ্যেয়ে দুনিয়াসে মুসলমান নাবুদ
হাম ইয়ে ক্যাহতে হ্যাঁয় থে ভী কেঁহি মুসলিম মওযুদ?
ওযায়া মে তুম হো নাসারা তো তামাদ্দুন মে হুনুদ
ইয়ে মুসলমাঁ হ্যায় জিনহে দেখকে শরমায়ে ইহুদ।'

অনুবাদঃ চিৎকার শোনা যাচ্ছে পৃথিবী থেকে মুসলমান শেষ হয়ে গেছে। আমি এ কথাই বলি যে কোন দিন কি কোথাও মুসলমান ছিল? দেখতে তোমাদের খৃষ্টানদের মত অবয়ব, সংস্কৃতি হিন্দুদের মতো। এরা হলেন সেই মুসলমান যাদের দেখে ইহুদীরাও লজ্জা পায়।

খৃষ্টান ধর্মের অগ্রগতি ও আক্রমন

এক ঐতিহাসিক পটভূমিকায়, ইংরেজী ১৮০০ সালে সর্ব প্রথম খৃষ্টান পাদ্রী ভারতবর্ষে পদার্পন করে। তখন কেউ ভাবতেও পারেনি, যে বিশাল দেশ ভারতবর্ষে শতধা বিভক্ত বৈদিক মতবাদের বিকৃত প্রক্রিয়ার অনার্য ও লৌকিক প্রথা এবং উপজাতীয় ভৌতিক ও অলৌকিক কুসংস্কার সমন্বয়ে গঠিত 'হিন্দুধর্ম', শতাব্দীকালব্যাপী ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাসে ভাংগন ধরাতে ব্যর্থ হয়েছে, সেদেশেই সদ্যাগত খৃষ্টান ধর্ম ক্রমন্বয়ে কয়েক দশকের মধ্যেই দ্রুত বিস্তার লাভ করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে খৃষ্টান মিশনারীর দল ক্রমে ক্রমে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে থাকে। এই বিশাল ভূখণ্ডে ইংরেজী ১৮৫১ সালে আদম

শুমারীতে খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল ৯১ হাজার। ১৮৮১ সালে মাত্র ত্রিশ বছরে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪,৭০,০০০ এবং ১৮৮৮ সালে ভারতীয় খৃষ্টানদের সংখ্যা পৌঁছে যায় ১০ লক্ষে।

এ বছরে ইংরেজী ১৮৮৮ সালে পান্জাবের লেঃগর্ভনর চার্লস এচিসন এক বক্তৃতায় ঘোষনা করলেনঃ "যারা এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেননি, তারা শুনলে অবাক হবেন যে, যে হারে হিন্দুস্তানের জনসংখ্যা বৃদ্ধিপাচ্ছে তার চেয়ে ৪/৫ গুন বেশী দ্রুতগতীতে খৃষ্টধর্মের প্রসার ঘটছে। এ যাবত এ দেশে খৃষ্টানদের সংখ্যা দশ লক্ষে পৌঁছে গেছে। খোদাবন্দ ঈসা মসীহর রূহ আজ গতিময়———বিজয় লাভ করছে।—" [দি মিশনারী, আর ক্লার্ক রচিত, এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত।]

১৮৯৭ সালে একজন খ্যাতনামা আমেরিকান পাদ্রী ডঃ জন হেনরী বেরুয ভারত ভ্রমনে আসেন। এদেশে সফর কালে তিনি বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতায় বলেনঃ

"আজ আসমানী বাদশাহী সমগ্র ভূপৃষ্ঠে বিস্তার লাভ করছে। আজ জগতে নৈতিক ও চারিত্রিক শক্তি, সমর শক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষাসহ সমস্ত ব্যবসা-বানিজ্য তাদের হাতে যারা আসমানী পিতৃত্ব ও যমিনী ভাতৃত্বের খৃষ্টীয় শিক্ষার উপর বিশ্বাস রাখে এবং মসীহ ঈসাকে মুক্তিদাতা বলে স্বীকার করে।' [বেরুয লেকচারস- পৃ-১৯-২০]

এ ছাড়া চরম স্পর্ধাভরে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে খৃষ্ট ধর্মের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে বলেনঃ

"এখন ইসলামী দেশসমূহে খৃষ্টান ধর্মের অগ্রগতির কথা বলছি। আমাদের অগ্রগতির ফলে আজ এক দিকে যেমন ক্রুশের আলোচ্ছটা লেবাননের উপর আলো ফেলছে, তেমনই পারস্যের পর্বতমালার চুড়াগুলি এবং বাসফোরাসের পানি ঐ আলোচ্ছটায় ঝলমল করছে। এই পরিস্থিতি অনাগত ভবিষ্যতে যে বিজয় আসছে, তারই পূর্বাভাস স্বরূপ। যার ফলে কায়রো,দামেস্ক, তেহরান ইত্যাদী শহরগুলি খোদাবন্দ ঈসা মসীহর সেবকবৃন্দের দ্বারা পরিপূর্ণ দেখা যাবে। এমনকি ক্রুশের চমৎকার (আলোচ্ছটা) আরবের মরুপ্রান্তরের নীরবতাকে বিদীর্ণ করতঃ খাশ মক্কা তথা আল্লাহর ঘরে (হেরেম শরীফ) প্রবেশ করবে———" [বেরুয লেকচার্স,পৃ-৪২]

উপরোক্ত উদ্ধৃতি সমূহ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, খৃষ্টান জগতের আসল পরিকল্পনা কি ছিল? কি লুক্কাইত ছিল মিশনারী পাদ্রীদের আলখেল্লার অন্তরালে, আর কি স্বপ্ন তারা দেখত। আজ হয়ত বা কেউ বিশেষ করে তথা কথিত কাট মুল্লারা সহজেই বলবে যে, ইহা তাদের স্বপ্ন বা অলিক কল্পনা ছিল মাত্র, কিন্তু যে যুগে এ ধরনের মন্তব্য প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচার করা হচ্ছিল, সে যুগে আলেম সমাজ দূরে থাক, এমন কি বলিষ্ঠ শক্তিধর ও প্রতাপশালী মুসলমান নেতারাও ইসলাম-বিরোধী কোন মন্তব্যের প্রতিবাদ করার সৎ-সাহস দেখাতে পারেন নি। বরং তারা এ বিষয়ে মহা চিন্তিত, ভীত-সন্ত্রস্ত এবং বিশেষভাবে আতংকিত ছিলেন। খৃষ্টান ও অন্যান্য বিরোধীদের মোকাবেলা বা প্রতিবাদের ক্ষেত্রে এঁরা অসহায়, নিরূপন এবং কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে ছিলেন। ঠিক এমন সময়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব ইসলাম-বিদ্বেষী, বিরোধী পক্ষীয় খৃষ্টানপাদ্রীদের সেই জঘন্য আক্রমনের ও অশালীন মন্তব্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন আর এগিয়ে এলেন অসীম সাহসীকতায় দৃঢ় পদক্ষেপে, ইসলামের বিজয়ী সিপাহ সালারের মত।

খৃষ্টান ধর্মের আক্রমনের প্রতিরোধে হযরত মির্যা সাহেব

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব ভারতের পান্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে এক রয়ীস পরিবারের কৃতি সন্তান। তিনি ইসলামের উপর চর্তুদিকের এই আক্রমন ও চক্রান্ত সহ্য করতে পারলেন না। ১৮৮০ ইং সালে তিনি একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করে সারা ভারত বর্ষের জনগণকে জানালেন যে, হযরত মুহম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং পবিত্র কুরআন শরীফের সত্যতার যুক্তি-প্রমান দিয়ে তিনি একখানা মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করছেন। এ গ্রন্থের নাম হবে "আল বাহীনুল আহদীয়াতু আলা হাকিকাতে কিতাবিল্লাহেল কুরআন ওয়ান নবুয়াতেল মুহম্মদীয়াতে।" (সংক্ষেপে, 'বারাহীনে আহমদীয়া')

তিনি বির্ধমী ও বিরোধীদের অর্থাৎ যারা পবিত্র কুরআন ও মুহম্মদী নবুয়তকে মিথ্যা (নাউযুবিল্লাহ) বলে মনে করে, এবং প্রচার করে, তাদের প্রতি চ্যালেন্জ প্রদান করে ঘোষনা করে বললেন, 'আমি যে পরিমান দলিল-প্রমান নবুয়তে মুহম্মদীয়ার সত্যতা ও কুরআন শরীফের সত্যতার স্বপক্ষে উক্ত গ্রন্থে পেশ করব, তোমরা যদি কেউ ঐ পরিমান দলিল-প্রমান তোমাদের নিজ নিজ ঐশী গ্রন্থ থেকে তোমাদের নিজ নিজ ধর্মের সত্যতার প্রমান স্বরূপ পেশ করতে পারো, তবে আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে দশ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার দেব। যদি তোমরা ঐ পরিমান দলিল প্রমান না দিতে পারো, তবে তার অর্ধেক, এক-তৃতিয়াংশ, এক-চর্তুথাংশ, বা এক-পন্চমাংশ পরিমাণ দলিল দিতে পারো, যদি তাও না পারো তবে, আমার দলিলসমূহ খন্ডন করে দেখাও। যদি পারো তবে ১০,০০০ টাকা পুরস্কার দেবো।'(সংক্ষেপ)

ঐ বছরেই অর্থাৎ ১৮৮০ সালে এই মহা গ্রন্থের ১ম এবং ২য় খন্ড প্রথম বার প্রকাশ হয়, ১৮৮২ সালে ৩য় এবং ১৮৮৪ সালে ৪র্থ খন্ড প্রকাশ হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচারের পূর্বে বিজ্ঞাপন দেখে অনেকেই বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, তারা অবশ্যই উক্ত গ্রন্থের সমুদয় যুক্তি প্রমান খন্ডন করবেন। কিন্তু গ্রন্থটি প্রকাশ হবার পর থেকে আজ পর্যান্ত উক্ত গ্রন্থের যুক্তি প্রমান খন্ডন করার জন্য কেউই সাহস দেখান নি।

বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের প্রকাশের ফলে ভারত বর্ষের তৎকালিন মুসলমানদের হাতে যেন বিজয়ের চাবী কাঠী এসে গেল। আর মুসলিম নেতৃবর্গ উক্ত গ্রন্থের প্রশংসায় হয়ে উঠলেন পন্চমুখ । সাধারন অসহায় মুসলমানগণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফেললেন স্বস্তির নিঃশ্বাস।

আহলে হাদীসের প্রখ্যাত আলেম মৌলানা মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী তাঁর পত্রিকায় লিখলেনঃ "আমাদের মতে বর্তমান অবস্থায় এটি একটি অতুলনীয় গ্রন্থ, আর কোন যুগে ইসলামী জগতে এর তুলনা পাওয়া যায় না।--- " [এশায়াতুস সুন্নাহ; ৭ম খন্ড,পৃ:১৬৯]

সুফি আহমদ জান (রা:) ছিলেন খ্যাতনামা পীর, যাঁর মুরিদানদের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। তিনি দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন: "----- বারাহীনে আহমদীয়ার লেখক চর্তুদশ শতাব্দীর মুজাদ্দীদ, মুজতাহীদ এবং উম্মতের পূর্ণতা প্রাপ্ত কামেলীনদের অন্যতম। হযরত মুহম্মদ সা: এর হাদীস "উলামাও উম্মাতী কাআম্বীয়ায়ে বাণী ইসরাঈল"

[অর্থ: আমার উম্মতের উলামাগণ বণী ইসরাঈলী নবীগনের সমতুল্য] হযরত মির্যা সাহেবের স্বপক্ষে সাক্ষী দিচ্ছে। হে দর্শকবৃন্দ! আমি খাঁটি অন্তঃকরনে ও প্রকৃত উৎসাহ নিয়ে আপিল

করছি যে, নিশ্চয়ই এবং নিঃসন্দেহে হযরত মির্যা সাহেব যুগের মুজাদ্দেদ। তিনি সুফিয়ায়ে কেরামের জন্য লাল দিয়াশলাই, পাষান-হৃদয়ের জন্য সূর্য স্বরূপ, পথ-ভ্রান্তদের জন্য খিযির আঃ,ইসলাম-বিরোধীদের জন্য কর্তনকারী তরবারি এবং হিংসাকারীদের জন্য যথাযোগ্য প্রমান।..... ..... "

মুসলিম জাহানের বিখ্যাত পত্রিকা 'মনসুরে মুহাম্মাদী'র সম্পদক মৌলানা মোহাম্মাদ শরীফ সাহেবও দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন: " .... খোদার শুকর। আমাদের আশা পূরণ হলো। ইহা সেই গ্রন্থ যার জন্য মুসলমানগণ দীর্ঘদিন থেকে অপেক্ষায় ছিলেন। ৩০০ দলিল দিয়ে প্রমান করা হয়েছে যে, কুরআন সত্য, হযরত মুহম্মদ সাঃ সত্য। মারহাবা। কত চমৎকার গ্রন্থ যার দ্বারা সত্য ধর্মের সত্যতা প্রতি প্রহরে প্রকাশ পাচ্ছে .... এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে লা জওয়াব। .... "

শিখ নেতা অর্জুন সিং অমৃতসর থেকে প্রকাশিত 'রংগীন' পত্রিকার সম্পদক, লিখেছেন:

"ঐ সময় .... ঘরে ঘরে বারাহীনে আহমদীয়ার চর্চ্চা ছিল। সকল শিক্ষিত মুসলমানগণ এই গ্রন্থ পাঠ করা জরুরী মনে করতেন। কারন, মুসলমানদের মতে, আর্য সমায ও খৃষ্টানদের সকল আপত্তির খন্ডন উক্ত গ্রন্থে উপস্থিত করা হয়েছে।" [খলীফায়ে কাদিয়ান,পৃঃ৫০৪]

বারাহীনে আহমদীয়া'প্রকাশের মাধ্যমে যে অবিরাম জিহাদ আরম্ভ হয়, সেই জিহাদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের ইনতেকালের দুই দিন পূর্ব (ইনতেকাল,২৬ মে,১৯০৮ ইং) পর্যান্ত জারী থাকে।তিনি ছোট বড় প্রায় ৮০ খানারও অধিক গ্রন্থ প্রনয়ণ ও প্রকাশ করেন। এ ছাড়া তাঁর দীর্ঘ কর্ম জীবনে এ সর্ম্পকে তিনি অসংখ্য আলোচনা সভা ও তর্ক বির্তক সভায় অংশ গ্রহন করেন।

তাঁর ধর্মীয় মতামত ও আহমদীয়াতের ব্যপক প্রতিফলন ও ফলশ্রুতি সর্ম্পকে বিরোধীপক্ষের একজন মুসলমান নেতা এবং একজন অমুসলমান নেতার একটি করে মন্তব্য এখানে উল্লেখ করছি।

পাক ভারতের বিখ্যাত নেতা মৌলানা আবুল কালাম আযাদ লিখেছেন:

তিনি একজন অতি মহান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর লিখা এবং কথার মধ্যে যাদু ছিল। তাঁর মস্তিষ্ক মূর্তিমান বিস্ময় ছিল। তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রলয় স্বরূপ এবং কন্ঠস্বর কিয়ামত-সদৃশ্য। তাঁর অংগুলি সংকেতে বিপ্লব উপস্থিত হতো। তাঁর মুষ্টি দুটি বিজলির ব্যাটারির মত ছিল। তিনি ত্রিশ বৎসর যাবত ধর্ম জগতে ভূমিকম্প ও তুফানের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। তিনি প্রলয়-বিষাণ হয়ে নিদ্রিতদের জাগাতেন।--- ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় তিনি যেরূপ বিজয়ী জেনারেলের কর্তব্য সম্পদন করেছেন, তাতে আমরা এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, যে মহান আন্দোলন আমাদের শত্রুদেরকে দীর্ঘকাল যাবত বিপর্যস্ত করে রেখে ছিল, তা যেন ভবিষ্যতেও জারী থাকে। খৃষ্টান এবং হিন্দু আর্যদের বিরুদ্ধে মির্যা সাহেবের রচিত গ্রন্থাবলী সর্ব সাধারনের মধ্যে সমাদর লাভ করেছে। ——" [অমৃতসর থেকে প্রকাশিত 'উকিল' পত্রিকা, ২০শে জুন,১৯০৮]

১৮৯৪ ইং সালে লন্ডনে খৃষ্টান পাদ্রীদের এক আর্ন্তজাতিক সন্মেলনের একটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে লর্ড বিশপ অব গ্লসটার রেভারেন্ড চার্লস জন অ্যালিকট তাঁর সভাপতির ভাষনে আহমদীয়া ইসলামী আন্দোলন সম্বন্ধে বলেন:

"ইসলামে এক নব জাগরনের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। যারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রাখেন, তারা জানিয়েছেন যে, ব্রিটিশ রাজ্য হিন্দুস্তানে আমরা এক নতুন ধরনের ইসলামের সম্মুখীন হয়েছি। ইংল্যান্ডের এই দ্বীপেও কোথাও কোথাও এর আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। —— এই ইসলাম ঐ সব বিদয়াতের শক্ত বিরোধী যে সব বিদয়াতের কারনে মুহম্মদ-এর [সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম- সংকলক] ধর্ম আমাদের চোখে ঘৃনার পাত্র ছিল (আসতাগ ফেরুল্লাহ;-সংকলক,) এই নব জাগরণকে অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই নতুন ইসলাম এমন যে, এ শুধু আত্মরক্ষাই করে না, বরং প্রতিপক্ষের উপর আক্রমনও করে। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের কেউ কেউ ঐ দিকে ঝুকে পড়ছে।" (দি অফিশিয়াল রিপোর্ট অব দি মিশনারীজ কনফারেন্স অব দি অ্যাংলিক্যান কমিউনিয়ন-১৮৯৪ইং; পৃ:৬৪)

হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর আগমন সম্পর্কে কুরআন পাকের ভবিষ্যদ্বানী

আজকাল কেউ কেউ মনে করেন যে, হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর আগমন তেমন একটি সুনিশ্চিত ও অনিবার্য বিষয় নয়। তাঁদের মতে কতিপয় হাদীসের ভিত্তিতে এটি একটি সাধারন বিশ্বাস বা ধারনা মাত্র। যেমন, হযরত ঈসা আঃ এর স্বশরীরে জীবিত অবস্থায় আসমানে উত্তোলন ও তাঁর পুনরায় ঐ পুরাতন শরীর নিয়ে অবতরন একটি বিতর্কিত বিষয়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর আগমন ও তাঁর মাধ্যমে অন্যান্য সকল ধর্মের উপর ইসলামের চুড়ান্ত বিজয় অর্জন সম্বন্ধে কুরআন পাকে স্পষ্ট ইংগিত রয়েছে। কাজেই হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর আগমন আদৌ কোন বিতর্কিত বিষয় নয়। বরং ইহা একটি সুনিশ্চিত এবং অবধারিত বিষয়।

একজন মামুর - مامور - বা প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের আগমন সম্বন্ধে কুরআন পাকে বড় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এবং ইহাও পরিষ্কার যে, যিনি মামুর বা প্রেরিত হবেন, তিনি হযরত মুহম্মদ সাঃ এর অনুরূপ হবেন, প্রতিচ্ছবি হবেন, প্রতিবিম্ব হবেন বা যিল্ল স্বরূপ হবেন। এমন একজন মামুর (প্রেরিত বা আদেশ-প্রাপ্ত) মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্পর্কে কুরআন শরীফের কতিপয় আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো।

(১)

حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ
يَنسِلُونَ ﴿٩٦﴾ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَٰخِصَةٌ
أَبْصَٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟

অর্থঃ এমন কি যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চ ভূমি (সামুদ্রিক তরংগ মালার উপর) হতে ছুটে আসবে এবং যখন আল্লাহর সত্য ওয়াদা (পূর্ণ হবার সময়) নিকটবর্তি হবে, তখন দেখবে, সহসা কাফেরদের চোখ ভয়ে বিসফারিত হয়ে যাবে ———"(সূরা আম্বীয়া, আয়াত নং৯৭,৯৮)

এই আয়াতের ওয়াদা (অংগিকার) কি তা এখানে প্রকাশ্য বলা হয় নি, কিন্তু ইহার ফলাফল বলা হয়েছে যে, এই ওয়াদা পূর্ণ হবার ফলে ইসলাম-অস্বীকারকারীদের শোচনীয় পরাজয় ঘটবে।

এটা অবশ্যই ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে, ঐ ওয়াদা কি হতে পারে, যার ফলে কাফেরদের পরিনতি খুব শোচনীয় হবে। অবশ্যই দাজ্জালকে পরাজিত করার মত ,ইয়াজুজ মাজুজকে পরাজিত করার মত যথোচিত এক প্রবল শক্তিশালী বিপ্লবের ওয়াদা হতে হবে। কুরআন শরীফ ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, এই ওয়াদা হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর আগমনেরই ওয়াদা, যদ্বারা ঐ মহাবিপ্লব ও মহাআলোড়ন সৃষ্টি হবে, যার ফলে বিশ্বব্যাপী ইসলামের চুড়ান্ত বিজয় হবে এবং কাফেরদের জন্য চরম পরিতাপের ও শেষ পরাজয়ের কারণ হবে। (সূরা সাফ'এর ১০, আয়াতেও ইসলামের বিশ্ববিজয়ের ওয়াদা রয়েছে।)

(২)

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً

অর্থঃ সুতরাং যে ব্যাক্তি তাঁর (আল্লাহ) নিকট থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রতিষ্টিত এবং যার অনুসরণ করে (তার সত্যতার প্রমানের জন্য) তাঁর নিকট (আল্লাহর) হতে একজন সাক্ষীদাতা আগমন করবে এবং এর পূর্বেও মূসার কিতাব পথ প্রদর্শক ও রহমত ছিল, সে কি (মিথ্যাদাবীদার) হতে পারে? (সূরা হুদ ঃ১৮)

এই আয়াতে হযরত মুহম্মদ সাঃ এর সত্যতার তিনটি স্পষ্ট নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়।(১) হুযুর সাঃ স্বয়ং নিজ সত্যতার অতি সুস্পষ্ট ও অসংখ্য ঐশী নিদর্শন নিজেই দেখিয়ে গেছেন।(২) হুযুরে পাক সাঃ এর পরে হুযুর সাঃ এর সত্যতা প্রমানের জন্য একজন সাক্ষীদাতা (শাহেদ -- شاهد) আগমন করবেন। (৩) হযরত মূসা আঃ এর কিতাবে হযরত মুহম্মদ সাঃ এর আগমনের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

এখানে 'শাহেদ' বা সাক্ষীদাতার আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে। এই সাক্ষীদাতা 'শাহেদ' অবশ্যই হুযুরে পাক সাঃ এর পরবর্তিকালে আবির্ভূত হবেন। কারন"ইয়াতলুহু শাহেদিম মিনহু" অর্থাৎ শাহেদ শব্দের পূর্বে ইয়াতলুহু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইয়াতলু অর্থ পরবর্তিতে প্রকাশ পাবে। সুতরাং শাহেদ অবশ্যই হুযুরে পাক সাঃ এর যুগে যাহির হবেন না, বরং পরবর্তীতে যাহির বা বাহির হবেন।

এখানে বিবেচনার বিষয় এই যে, 'শাহেদ'কে হবেন? আমাদের বিবেচনা মতে এই শাহেদ অবশ্যই হযরত ইমাম মাহদী আঃ। কারন, কুরআন শরীফে এবং হাদীসে হযরত রাসূলে পাক সাঃ এর সত্যতা প্রমানের জন্য তথা ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য একজন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত মহাপুরুষের আগমনের কথা বার বার বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, হযরত ইমাম মাহদী আঃ ছাড়া অন্য কারো কথা এত বেশী করে বলা হয়নি। হযরত রাসূলে আকরাম সাঃ নিজ উম্মতকে পরিস্কার নির্দেশ করে গেছেন যে, হযরত ইমাম মাহদী আঃ কে যারা পাবেন বা দেখবেন তারা যেন হুযুর পাক সাঃ এর সালাম হযরত ইমাম মাহদী আঃকে পৌছে দেন। শুধু তাই নয়, অধিকন্ত এই যে সকলেই যেন হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর হাতে বয়াত গ্রহন করে। হুযুরে পাক সাঃ এক মাত্র হযরত ইমাম মাহদী আঃ ব্যতীত অন্য কারো জন্য নিজ সালাম প্রেরন করেননি। আর না'ই একমাত্র হযরত ইমাম মাহদী আঃ ছাড়া অন্য কোন মহাপুরুষ বা কোন বুযুর্গের হাতে বয়াত গ্রহন করার জরুরী আদেশ করেছেন। অতএব, আলোচ্য আয়াতে বনিত 'শাহেদ' অবশ্যই হযরত ইমাম মাহদী আঃ; অন্য কেহ নন।

(৩)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ ..... وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ

অর্থঃ এবং তিনিই (আল্লাহ) উম্মী বা নিরক্ষর লোকদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে রাসুল করে পাঠিয়েছেন ------- এবং (তিনি তাকেও পাঠাবেন) তাদের মধ্য

থেকে অন্যদের মধ্যেও যারা এ পর্যন্ত তাদের (পূর্ববর্তিদের) সংগে মিলিত হয় নি। ——" সূরা জুময়া, আয়াত নং ৩-৪।

এই আয়াতে হযরত মুহম্মদ সাঃ এর দু'বার আগমনের শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে।প্রথম বার উম্মিয়ীনদের মধ্যে অর্থাৎ মক্কার নিরক্ষরদের মধ্যে; দ্বিতীয় বার আখারীনদের মধ্যে অর্থাৎ অন্য এক জাতির মধ্যে যে জাতি সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানের কারনে ঐ পূর্ববর্তি জাতির সাথে মিলিত হবে না। এ থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, যেহেতু পুর্নঃজন্ম সম্ভব নয়, অতএব হুযুরে পাক সাঃ এর দ্বিতীয় আগমন হবে রুহানী, আত্মিক বা আধ্যাত্মিক ভাবের আগমন, তথা অন্য একজনের মাধ্যমে, যাঁর উপাধি হুযুরে পাক সাঃ দিয়েছেন 'ইমাম মাহদী'। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পরবর্তি পর্যায়ে হযরত ইমাম মাহদী আঃ হযরত নবীয়ে পাক সাঃ এর বুরুয (বা প্রতিচ্ছবী বা প্রতিবিম্ব) হয়ে আগমন করবেন।

উল্লিখিত আয়াতের এই ব্যাখ্যা আমাদের মণগড়া তফসীর নয়। সহী বোখারী, কিতাবুত তাফসীরে সূরা জুময়ার তাফসীর দেখুন। সেখানে স্বয়ং হযরত নবীয়ে করিম সাঃ এই আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাঃ এই আয়াত শুনে হুযুর আকদাস সাঃ এর খেদমতে আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ ! আপনি কোন জাতির মধ্যে আবার আসবেন? হযরত সাঃ প্রথমতঃ কোন উত্তর দেননি। বার বার জানতে চাওয়ার পর হুযুর সাঃ হযরত সালমান ফারেসী রাঃ (পারস্য বংশীয়) এর কাঁধে হাত রেখে বললেনঃ

"لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل أو رجال من هؤلاء".

লাউ কানাল ঈমানো মুয়াললাকুম বিহুছুরাইয়া লানা লাহু রাজুলুন আউ রেজালুন মিন হাউলায়ে" অর্থাৎ ঈমান সপ্তর্ষি মণ্ডলে চলে গেলেও এদের (হযরত সালমান রাঃ) মধ্য থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তি পুনরায় জগতে ঈমানকে ফিরিয়ে আনবে।"

এই হাদীস থেকে কুরআন শরীফের এই আয়াতের অর্থ পরিষ্কার বোঝা গেল। এখন ঘটনা এই যে, হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর আগমন সুনিশ্চিত ছিল এবং আছে। ইহাও পরিষ্কার যে, হযরত ইমাম মাহদী আঃ হযরত রাসুলে মকবুল সাঃ এর গুনে গুনান্বিত হবেন। হযরত রাসুলে আকরাম সাঃ এর রূহানী নূর ও বরকাত হযরত মাহদী আঃএর জীবনে পূর্ণ মাত্রায় প্রতিফলিত হবে, বিকশিত হবে। হযরত মুহম্মদ সাঃ এর কুওতে কুদসীয়ার বলে বলিয়ান হয়ে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন।

(৪)

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ

অর্থঃ হযরত ঈসা বললেন,' আমি তোমাদিগকে আহমদ নামে একজন রাসুলের (প্রেরিত) আগমনের শুভ-সংবাদ দিচ্ছি যিনি আমার পরে আসবেন।"(সূরা সাফঃ৭)

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, এই আহমদ রাসুল কে?

আমাদের বিশ্বাস এই যে, এখানে 'আহমদ' হযরত মুহম্মদ সাঃ এরই দ্বিতীয় নাম। (গুণ বাচক) এর মাধ্যমে ইংগিত করা হয়েছে যে, হযরত মাহদী আঃ এর নাম 'আহমদ' হবে। কারন, হযরত মাহদী আঃ হযরত রাসুল সাঃ এরই অনুরূপ, প্রতিবিম্ব বা ছায়া স্বরূপ, হুবহু অবিকল, অনুরূপ। সুতরাং হযরত মাহদী আঃ এর নাম হযরত মুহম্মদ সাঃ এর নামই

হওয়া উচিত। হযরত মুহম্মদ সাঃ নিজেও এরশাদ করেছেন "ইসমুহু ইসমি «اسمه اسمي»." অর্থাৎ তার নাম আমার নাম অনুসারে হবে। আহমদ ও মুহম্মদ এর বড় গভীর রূহানী তাৎপর্য্য রয়েছে, এখানে ঐ গভীর আধ্যাত্মিক সমুদ্রে অবগাহন সম্ভব নয়; তবে হাঁ, যাঁরা গভীরে যেতে চান, তাঁরা অনুগ্রহ করে হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর কিতাব পড়ুন। এখানে এতটুকু উল্লেখ করা জরুরী মনে হচ্ছে যে, 'মুহম্মদ' শব্দের অর্থ 'প্রশংসীত', আর 'আহমদ' এর অর্থ 'প্রশংসাকারী'। হযরত মুহম্মদ সাঃ সকল নবী রসূল গণের মধ্যে সব চেয়ে বেশী প্রশংসার পাত্র; আল্লাহতালা যাঁর প্রশংসা পবিত্র কুআন পাকে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং সর্বদা হুযুর পাক সাঃ এর প্রতি দরুদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, তিনি মুহম্মদ সাঃ। অনুরূপ ভাবে হুযুরে পাক সাঃ সকল নবী রসূলগনের তুলনায় অনেক বেশী করে আল্লাহতালার প্রশংসা করেছেন, এমন উচ্চতম প্রশংসা করেছেন যে, এর বেশী প্রশংসা করা কোন মানব সন্তানের দ্বারা সম্ভব ছিল না, অতএব তাঁর নাম 'আহমদ' হয়েছে।

এখন প্রয়োজন ছিল একজন 'আহমদ' এর, যিনি নাকি পূর্ণ মাত্রায় প্রশংসাকারী হবেন 'মুহম্মদ' এর, কারন,'মুহম্মদ' অর্থ প্রশংসীত, অতএব প্রশংসীতের জন্য প্রশংসাকারী 'আহমদ' এর অবশ্য-ই দরকার। অতএব এ কথা পরিস্কার যে, যিনি সর্বাধিক প্রশংসাকারী হবেন নবীয়ে করিম সাঃ এর, তিনিই হবেন 'আহমদ'। কুরআন ও হাদীসে হযরত মাহদী আঃ এর আগমনের উদ্দেশ্যই নির্ধারন করা হয়েছে যে, তিনি সারা পৃথিবীর বুকে হযরত মুহম্মদ সাঃ এর প্রশংসাকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করবেন।

হযরত মাহদী আঃ হযরত নবীয়ে করিম সাঃ এর বুরুয বা যিল্ল হবার কারনেই 'মাহদী' বলে আখ্যায়িত হয়েছেন। কারন এই যে, হযরত মুহম্মদ সাঃ সর্ব প্রকার হেদায়েতের উৎস। যেহেতু মাহদী আঃ হযরত মুহম্মদ সাঃ এর থেকে পূর্ণ মাত্রায় নূর লাভ করেছেন, নিজকে সম্পূর্ণ রূপে হযরত রাসূল সাঃ এর মধ্যে বিলিন করে 'ফানা-ফির-রাসূল' হয়েছেন, অতএব তিনি 'মাহদী' হয়ে গেছেন। কারন মাহদী অর্থ 'হেদায়েত-প্রাপ্ত'। ইহা কত পরিস্কার কথা যে, হযরত মুহম্মদ সাঃ হেদায়েতের উৎস, অতএব, যে এই উৎসে পূর্ণ মাত্রায় নিজকে নিমজ্জিত করবে সে পূর্ণ হেদায়েত পাবে; আর যে হেদায়েত পেয়ে গেল সে'ই ত মাহদী। হাঁ রূহানী গুণাবলীর দৃষ্টিকোন থেকে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের দিক থেকে, (অদৃশ্যে) মাহদী অনেকেই হতে পারেন, হয়ত রূহানী ভাবে হয়েছেনও অনেকে ; কিন্তু শেষ যুগের মহান মাহদী, শ্রেষ্ঠ মাহদী হযরত ইমামুল মাহদী, যিনি সারা পৃথিবীর বুকে ইসলামের চুড়ান্ত বিজয়ের জন্য খাশভাবে, আগমন করবেন এবং বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলবেন। তিনি একজন'ই হবেন।

সূরা জুময়ার ৪ নং আয়াত অনুসারে হুযুর সাঃ এর দ্বিতীয় রূহানী আগমন হযরত মাহদী আঃ এর মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। রাসূলে করিম সাঃ প্রথম আগমনে যেমন কুরআন ও ঈমানকে আসমান থেকে ধরার বুকে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ঠিক, তেমনই হযরত মাহদী আঃও সপ্তর্ষিমণ্ডলে চলে যাওয়া হারানো ঈমান ও কুরআনকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন। হযরত রাসূল সাঃ যেমন ঐ যুগে ইসলামকে বিজয় দান করেছিলেন, ঠিক তেমনই হযরত মাহদী আঃ শেষ যুগে ইসলামকে সারা পৃথিবীতে পুনরায় বিজয় দান করবেন। এই হিসাবে হযরত মাহদী আঃ হযরত রাসূল সাঃ এর অনুরূপ ও অবিকল প্রতিচ্ছবি হওয়ায়, তিনি হুযুর সাঃ এর দ্বিতীয় নাম 'আহমদ' এর অধিকারি হবেন।

এই আহমদ নামটি যে হযরত মাহদী আঃ প্রাপ্ত হবেন, তার ইংগিত (সূরা সাফ-এর) এই আয়াত সমূহের মধ্যেও বিভিন্ন ভাবে নিহিত আছে। যেমন

وَهُوَ يُدْعَىٰٓ إِلَى ٱلْإِسْلَٰمِ

ওয়া হুয়া ইউদয়া ইলাল ইসলাম' অর্থাৎ তাঁকে (আহমদকে) ইসলামের প্রতি আহবান জানানো হবে। এমতাবস্থায় এখানে প্রশ্ন জাগে যে, কে এই আহমদ, যাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানানো হবে? চিন্তা করে দেখুন, হযরত মুহম্মদ সাঃ স্বয়ং সর্ব প্রথম মুসলমান এবং প্রথম এবং প্রধান ইসলামের প্রতি আহবানকারী। অতএব, ইহা কি করে হতে পারে যে, তাঁকে (সাঃ) ইসলামের প্রতি আহবান করা হবে?' অতঃপর ইহা সহজে বোধ্যগম্য যে, যে 'আহমদ' ইমাম মাহদী হবেন, সেই 'আহমদ'কেই ইসলামের প্রতি আহবান জানানো হবে'। এই কারনে আমরা বিশ্বাস করি যে, হযরত মাহদী আঃ এর নাম 'আহমদ' হবে। ঘটনা এ রকম দাঁড়াবে যে, হযরত ইমাম মাহদী আঃ এমন যুগে আগমন করবেন যে যুগের মানুষ এমন পথভ্রান্ত হয়ে যাবে যে, মুসলমানরাও সঠিক এবং প্রকৃত ইসলামকে ভুলে যাবার ফলে নিজেদের ইমামকেও চিনতে পারবে না। আর হযরত মাহদী আঃকে দেখে তারা বলবে,'হে আহমদ ! তুমি মাহদী হবার দাবী করেছ ! তুমি এমন দাবী করেছ যে, এর ফলে তুমি কাফের হয়ে গেছ !! সুতরাং যদি ভাল চাও, আস তৌবা কর!'

হযরত ইমাম মাহদী আঃ যে, এমন যুগে আসবেন ইহা কুরআন হাদীসে বলা হয়েছে। তাছাড়া এ কথা অতি সহজে বোধগম্য যে, যদি যুগের মানুষ বিপথ গামী না হতো, ঈমান দূর্বল না হতো, তবে কি ইমাম মাহদী আঃ এর প্রয়োজন থাকত ?? অবশ্যই এমন যুগে মাহদী আঃ আসবেন, যে যুগে তাঁর প্রয়োজন হবে।

অতএব, হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর 'আহমদ' হওয়া অবশ্যই যুক্তি সংগত।

হযরত ইমাম মাহদী আঃ সম্মন্ধে হযরত রাসুলে করিম সাঃ বলেছেনঃ

«ألا إنه خليفتي في أمتي».

"আলা ইন্নাহু খলিফাতি ফি উম্মাতি" অর্থাৎ তিনি আমার উম্মতের মধ্যে আমার খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) হবেন। সুতরাং প্রতিশ্রুত মাহদী আঃ এর পৃথক কোন অবস্থান বা মোকাম নেই, থাকবেও না। হযরত নবীয়ে করিম সাঃ থেকে পৃথক কোন কর্মকান্ডও থাকবে না। হযরত নবীয়ে করিম সাঃ এর কিতাব কুরআন করিম এর জীবন-দর্শন, হেদায়েত, রাসুলে করিমের (সাঃ) সুন্নাত এবং রাসুলে করিমের(সাঃ) শরিয়ত ভিত্তিক কর্মসূচী-ই শেষ যুগে হযরত মাহদী আঃএর দ্বারা সারা পৃথিবীতে বাস্তবায়িত হবে। সুতরাং হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর নাম 'আহমদ' হওয়াই যুক্তি সংগত।

হযরত ঈসা আঃ ইনতেকাল করেছেন

পবিত্র কুরআনে একজন মহাপুরুষের আগমনের ভবিষ্যদ্বানী রয়েছে। মাহদী আঃ বা ঈসা আঃ আসবেন বলে কোন নামের উল্লেখ নেই। হাঁ, যিনি আসবেন তিনি হযরত মুহম্মদ সাঃ এর উম্মতি হবেন অবশ্যই। হযরত মুহম্মদ সাঃ বহু বার বলেছেন যে, "ঈসা ইবনে মরিয়ম"

আসবেন। আবার বহু বার বলেছেন যে, হযরত "ইমাম মাহদী আঃ" আসবেন। আবার হুযুর সাঃ এ কথাও পরিস্কার বলেছেন:

«ولا المهدي إلا عيسى ابن مريم». 'ওয়ালাল মাহদীও ইল্লা ঈসাবনামরিয়ামা।" অর্থাৎ হযরত মাহদী হযরত ঈসা ব্যতীত অন্য কেহ নন। (ইবনে মা'জা,বাব শিদ্দাতুয যামানা) অর্থাৎ উভয়ে একই ব্যক্তি হবেন।

অতএব, অবস্থা এই যে, যিনি হযরত রাসূলে করিম সাঃ উম্মতের জন্য ইমাম মাহদী হয়ে আসবেন তিনি বুরুযি বা রূহানীভাবে ঈসা ইবনে মরিয়মও হবেন।

অর্থাৎ একই ব্যক্তিকে দুটি নাম বা উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। আর দুটি মহা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও তাঁর উপরে অর্পিত হয়েছে। তাঁর প্রধান দায়িত্ব হল এই যে, তিনি শেষ যুগের দিশেহারা, রূহানী-নেতৃত্ব বিহীন, নামে মাত্র মুসলিম উম্মতকে * প্রথম যুগের মুসলমান (সাহাবায়ে কেরাম রাঃ) দের মত দৃঢ়বিশ্বাসী, আত্মত্যাগী, প্রত্যয়শীল, সৎকর্ম পরায়ন মুসলমানে পরিনত করা। তদুপরি, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মীয় গোষ্ঠির মধ্যে ইসলামের শ্বাশ্বত সাবলীল চিরসত্য ও সৌন্দর্যমালাকে আকর্ষনীয় উপায়ে এমনি ভাবে অবিরাম তুলে ধরা, যাতে বিশ্বের সকল দেশের জনগণ ইসলামী নীতিমালার শ্রেষ্ঠত্ব ও অনতিক্রমনীয়তা মণেপ্রাণে মেনে নেয় এবং এর ফলে, ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে আশ্রয় নেয়। এই কর্মসূচীর শেষ পরিনতি এই হবে যে, সারা পৃথিবীর মানুষ, সকলে এক আল্লাহ তালার উপাসনা করবে, এক রাসূল, হযরত মুহম্মদ সাঃ এর উম্মত হবে, এক কুরআনের শিক্ষার উপর আমল (চর্চ্চা) করবে। অতঃপর সকল জাতির সকল মানব সন্তানরা অনিন্দ-সুন্দর ঐক্যসূত্রে গ্রথিত, একই ইমামের নেতৃত্বে একই কর্মসূচী নিয়ে ভাই ভাই হয়ে বসবাস করবে। ইসলামের বিজয়ের এই দায়িত্বের কারনে তিনি 'ইমাম মাহদী' বলে আখ্যায়িত হয়েছেন।

ঐ প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আবির্ভাবের সময়ে, যেহেতু খৃষ্টধর্ম পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলবে, সে কারনে, তাঁর দ্বিতীয় দায়িত্ব ও কর্ম্ম হবে, প্রবল প্রতাপান্বিত খৃষ্টান জাতিগুলিকে ইসলামের মূলমন্ত্রে তথা তৌহীদের দিকে ক্রমাগতভাবে আকৃষ্ট করা। ধর্মগ্রন্থাবলীর তুলনামূলক বিশ্লেষন দ্বারা ভুলভ্রান্তি অপনোদন করে, অকাট্য যুক্তি প্রমান সহকারে ইসলামের শ্বাশ্বত সত্যকে তাদের সামনে তুলে ধরা। (বাইবেল ও কুরআন খৃষ্টধর্মের অসারতা প্রমানের জন্য যথেষ্ট।) তাদের লালিত ও আবিষ্কৃত ত্রিত্ববাদ, প্রায়শ্চিত্ববাদ ইত্যাদি নানাবিধ কল্পিত মতবাদের অযৌক্তিকতা তাদের কাছে প্রমান করে দেয়া। হযরত ঈসা আঃ এর তৌহীদের বাণী সমূহের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষন করে, ইসলামের পূর্ণতম সুন্দরতম তৌহীদের ব্যাখ্যাদান করা। এই দ্বিতীয় দায়িত্বের কারনে, হযরত মাহদী আঃকে 'মসীহ ইবনে মরিয়ম' আখ্যা দেয়া হয়েছে। এই মহান দ্বায়িত্ব তিনি (আল্লাহ তালার বিশেষ অনুগ্রহে এবং অলৌকিক নিদর্শনাবলীর সাহায্যে) এমনই দক্ষতা ও সাবলীলতার সাথে সম্পন্ন

---

* এখানে বড় বিনয়ের সাথে উল্লেখ করতে চাই যে, 'নামে মাত্র' কথাটি শোনার সাথে সাথে আমাদের বন্ধুরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন, অথচ হযরত মাহদী আঃ এর যুগের মুসলমানদের জন্য 'নামে মাত্র' কথাটি হযরত রাসূলে করিম সাঃ নিজে ব্যবহার করেছেন। অতএব, 'মাহদী' যিনিই হন বা হবেন, সেই যুগের মুসলমানদেরকে হুযুর সাঃ এর কথা মান্য করতে হয়।

করবেন, যেমন হযরত ঈসা আঃ এসে তারঁ নামানুসরণকারীদের কাছে স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন এবং তাদের কাছে স্বীয় ধর্মের সত্যতা সমূহ উন্মোচন ও উদ্ঘাটন করছেন। আজ আমাদের সম্মন্ধে সবাই এই জন্য সন্দিহান যে, তারা মনে করছেন যে, উক্ত ভাষ্যটি অসম্ভব। অতএব, আমরা যা বলছি তা সব ভুল!! অ থ চ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আঃ বার বার বলেছেন যে, ইহা আল্লাহ'র বাণী, আমার মণগড়া কথা নয়, আল্লাহ তালা তারঁ অলৌকিক শক্তির সাহায্যে এমন অসাধ্য সাধন করবেন।

হযরত ঈসা আঃ এর সাথে হযরত মাহদী আঃ এর আরো অনেক সাদৃশ্যতা রয়েছে যার কারনে হযরত রাসুলে মকবুল সাঃ হযরত মাহদী আঃ এর নাম মসীহ ইবনে মরিয়ম রেখেছেন। হুযুর সাঃ বলেছেনঃ

«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم وفي رواية فامّكم منكم»

অর্থঃ "তোমাদের অবস্থা কত সুন্দর হবে, যখন তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম, তোমাদের ইমাম, আর্বিভূত হবেন।" 'ইমামুকুম মিনকুম' শব্দদ্বয় বিশেষভাবে লক্ষ্যনিয়। তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের ইমাম হবেন। এখানে বলা হয়েছে, যিনি আসবেন তিনি তোমাদের মধ্য থেকে হবেন, অর্থাৎ উম্মতে মুহম্মদীয়ার মধ্য থেকে হবেন। আর একটি হাদীসে হুযুর সাঃ বলেছেনঃ

«والذى نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلا فيكسِر الصليبَ ويقتل الخنزير، ويَضَعُ الحَرب...».

অর্থঃ" আমি ঐ আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম আর্বিভূত হবেন,তিনি তোমাদের ধর্মীয় বিষয়ে সঠিক ফয়সালাকারী বিচারক (হাকামান আদালান, হাকাম অর্থ বিচারক বা জজ সাহেব, আদালান অর্থ ন্যায় বা সঠিক) হবেন; তিনি ক্রুশ ধ্বংশকারী (অর্থাৎ ক্রুশীয় মতবাদকে বাতিল প্রমান করবেন) হবেন; তিনি শুকর বা শুয়র বধ করবেন; তিনি ধর্মের নামে অস্ত্র ধারন বা যুদ্ধ রহিত করবেন .... " (বোখারী, কিতাবুল আম্বিয়া,বাব নুযুলে মসীহ)

বাহ্যিক বা শারীরিক ভাবে ঐ আসল হযরত ঈসা আঃ আকাশ থেকে নাযেল হবেন না। কারন, আল্লাহ তালা কুরআন করিমে পরিস্কার ভাষায় বলেছেন যে, হযরত ঈসা আঃ যিনি প্রায় দু'হাজার সাল পূর্বে বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি যথা সময়ে ইনতেকাল করেছেন। কুরআন পাকে এমন কোন আয়াত নেই যদ্বারা হযরত ঈসা আঃ এর জীবিত অবস্থায় স্বশরীরে আকাশে গমনের প্রমান পাওয়া যায়। এমনকি হাদীসের কোন গ্রন্থে কোন প্রকারের কোন ধরনের কোন সবল বা দূর্বল হাদীসও নেই, যেখানে হযরত ঈসা আঃ এর আকাশে গমনের কথা লেখা আছে। কুরআন শরীফের বহু আয়াতে হযরত ঈসা আঃ এর মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। যেমন দেখুন; সূরা মায়েদার শেষ রুকু আয়াত নং১১৭,১১৮, সূরা আল ইমরান, আয়াত নং৫৬; সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নং৯২,৯৩,৯৪, ইত্যাদি আরো অনেক আয়াত আছে। অতএব, হযরত ঈসা আঃ এর স্বশরীরে আসমানে জীবিত থাকা এবং শেষ যুগে অবতরন একটি ভুল ধারনা মাত্র।

এ ধরনের ভুল ধারনা সৃষ্টি হবার বহু কারন হতে পারে। এখানে বিস্তারিত আলোচনায় না

গিয়ে শুধু এতটুকু উল্লেখ করা গেল যে, কুরআন পাকে হযরত ঈসা আঃ সম্মন্ধে رفع — রাফায়া শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর 'রাফায়া'র অর্থ উচ্চতা দান করা বা উত্তোলন। আর হাদীসে ব্যবহার হয়েছে نزول নুযুল। নুযুল বা নাযেল অর্থ নিচে নামা বা অবতরন। এ থেকে ধরে নেয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা আঃ স্বশরীরে জীবিত আসমানে গেছেন এবং শেষ যুগে নাযেল হবেন। অথচ কুরআন পাকে 'রাফায়া'শব্দ অন্যত্র ব্যবহার হয়েছে এবং 'নুযুল' শব্দও ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু কোথাও আকাশে গমন বা আকাশ থেকে অবতরনের অর্থ করা হয় না। যেমন হযরত ইদ্রিস আঃ সম্মন্ধে বলা হয়েছে " —وَرَفَعْنَٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا— রাফানা'হু মাকানান আলীয়া" (আমরা তাঁকে উচ্চস্থানে উত্তোলন করেছিলাম)। অনুরূপ ভাবে লোহা সম্মন্ধে বলা হয়েছে وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ আনযালনাল হাদীদা (আমরা লোহা নাযেল করেছি)। এ ধরনের আরো অনেক উদাহরন রয়েছে। কিন্তু কুরআন বা হাদীসে কোথাও এ ধরনের অর্থ করা হয় না। অতএব, হযরত ঈসা আঃ এর বেলায়ও হওয়া উচিত নয়। মূলত রাফায়া'র অর্থ সম্মান বা মর্যাদা দান করা। নুযুল শব্দও সম্মানের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। হযরত নবীয়ে করিম সাঃ এর জন্যও কুরআনে 'নুযুল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। –قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝١٠ رَّسُولًا "ওয়া আনযালনা ইলাইকুম যিকরান রাসুলান।"(সূরা তালাক,১১,১২)। অর্থাৎ আমরা রাসুলুল্লাহ সাঃকে নাযেল করেছি।

যুগে যুগে বড় বড় আলেমগণও এই বর্ণনা দিয়ে গেছেন যে, হযরত ঈসা আঃ মারা গেছেন এবং যিনি আগমন করবেন তিনি রূহানীভাবে হযরত ঈসা আঃ এর প্রতিবিম্ব হবেন। তিনি হযরত ঈসার আঃ রূহানী গুনে গুনান্বিত হবেন। এখানে মাত্র কয়েকটি উদাহরন দেয়া হলোঃ-

যারাঁ হযরত ঈসা আঃকে মৃত বলে ঘোষনা করেছেন

(১)হযরত রাসুলে করিম সাঃ এর ইনতেকালের পর, লাশ দাফনের পূর্বে মদিনায় উপস্থিত হুযুর সাঃ এর বুযুর্গ সাহাবায়ে কেরাম রাঃ সর্ব সম্মিলিতভাবে, হযরত আবু বকর রাঃ'র নেতৃত্বে সর্ব প্রথম যে ইজ্‌মা (বিনা ব্যতিক্রমে সকল মুসলমান সম্মিলিত হয়ে কোন ধর্মীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হওয়া) সম্পাদন করেছিলেন, তা এই যে, হযরত মুহম্মদ সাঃ একজন মানব এবং আল্লাহর রাসুল ছিলেন, কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি মারা গেছেন, যেমন ইতিপূর্বে সকল রাসুলগণ মারা গেছেন। হযরত ওমর রাঃ যখন হযরত আবু বকর রাঃ মুখে শুনলেন যে, ইতিপূর্বের সকল রাসুলগণ মারা গেছেন, তখন তিনি বাধ্য হয়ে মেনে নিলেন যে, হুযুর সাঃ মারা গেছেন। নতুবা তিনি মানতে পারছিলেন না। (বোখারী,কিতাবুল মুগাযী,বাব মরযুন্নাবী সাঃ)

(২)হযরত ইমাম মালেক রহঃ মালেকি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা বলে গেছেন যে, হযরত ঈসা আঃ নিঃসন্দেহে মারা গেছেন। (মাজমায়ুল বেহার)

(৩)হযরত মহীউদ্দীন ইবনে আরাবী রহঃ বলেছেনঃ "রাফায়া" رفع শব্দের অর্থ অনুসারে এটাই অর্থ হয় যে,তাঁর রূহ(হযরত ঈসার আঃ) ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে গমন করেছেন। শেষ যুগে তাঁর নুযুল (অবতরন) অন্য কোন দেহ ধারন পূর্বক ঘটবে। (অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ঈসা আঃ এর রূহানী গুনের অধিকারী হয়ে আগমন করবেন।) [তাফসীরে ইবনে আরবী,পৃঃ৬৫।]

(৪)মিশরের ভূতপূর্ব মুফতী আল্লামা রশীদ রেযা ফতোয়া দিয়েছেনঃ "হযরত ঈসা আঃ এর

(ফালাস্তীন থেকে) হিন্দুস্তানে আগমন এবং সেখানে মৃত্যু বরণ লিখিত দলিল প্রমানের দিক থেকে এবং বিবেক-বিবেচনার দিক থেকেও অসম্ভব নয়।" [আল-মিনার (পত্রিকা),৫ম খণ্ড,পৃ:৯০০-৯০১,]

(৫)আল আযহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের (মিশর) রেক্টর আল্লামা মাহমুদ সালতুত এক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে লিখেছেন: "পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতের মধ্যে এমন কোন নির্ভরযোগ্য দলিল নেই, যার উপর ভিত্তি করে এই বিশ্বাস করা যায় এবং নিশ্চিত হওয়া যায় যে, হযরত ঈসা আঃকে স্বশরীরে জীবিত আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে এবং তিনি সেখানে এখনও অবস্থান করছেন।" [আর রেসালাহ,১ম খণ্ড,পৃ:৬৪২। প্রকাশ কাল, ১৫ই মে, ১৯৪২ ইং]

(৬)ডঃ এনামুল হক খান সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে মৌলানা আবুল কালাম আযাদ (৬ই এপ্রিল ১৯৫৬ইং) লিখেছেনঃ স্বয়ং কুরআন শরীফে হযরত ঈসা আঃ এর মৃত্যু বরনের উল্লেখ আছে। এতে হযরত মির্যা সাহেবের (হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) সুনাম (বা) বদনামের কোন প্রশ্নই উঠে না।" [মলফুযাতে আযাদ, পৃ:১২৯]

(৭)মৌলানা আকরাম খাঁ সাহেব তাঁর মূল্যবান তাফসীরে (সূরা আল এমরানের তাফসীরের টীকা নং৩৯) হযরত ঈসা আঃ এর মৃত্যুর কথা স্পষ্ট স্বীকার করেছেন। [তাফসীর গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃ:৪৬৬-৪৭৫]

আজ থেকে প্রায় একশ' বছর পূর্বে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী আঃ ঘোষনা করেছিলেনঃ

"স্মরন রাখ যে, কেহই আকাশ হইতে অবতরন করিবে না। আমাদের যত সব বিরুদ্ধবাদী এখন জীবিত আছেন, তাহারা সকলেই পরলোক গমন করিবেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহই মরিয়মপুত্র ঈসা আঃকে আকাশ হইতে নামিতে দেখিবেন না। তারপর তাহাদের সন্তানদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে, তাহারা মরিবে এবং তাহাদেরও কোন ব্যক্তি মরিয়মের পুত্র ঈসা আঃকে আকাশ হইতে নামিতে দেখিবে না। তারপর তাহাদের সন্তানরাও মরিবে। তাহারাও মরিয়ম পুত্রকে আকাশ হইতে নামিতে দেখিবে না। তখন তাহাদের হৃদয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইবে, ক্রুশের প্রাধন্যের সময়ও উত্তীর্ন হইয়াছে, বিশ্ব-পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু মরিয়ম পুত্র ঈসা আঃ আজও আকাশ থেকে অবতীন হইলেন না। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগন সমবেতভাবে এই বিশ্বাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবেন এবং আজিকার দিন হইতে তৃতীয় শতাব্দী পার হইবে না, যখন ঈসা নবী আঃ এর অপেক্ষারত কি মুসলমান,কি খৃস্টান, সকলেই সম্পূর্ণ নিরাশ ও হতাশ হইয়া এই মিথ্যা (ঈসা আঃ এর আকাশ থেকে অবতরন) বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করিবে। পৃথিবীতে তখন একই ধর্ম (ইসলাম) ও একই ধর্ম-নেতা হবেন। আমি কেবল বীজ রোপন করিতে আসিয়াছি। সুতরাং আমার দ্বারা বীজ রোপিত হইয়াছে, এখন ইহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং ফলে ফুলে সুশোভিত হইবে। কেহ ইহাকে রোধ করিতে পারিবে না।" [রূহানী খাযায়েন,২০ম খণ্ড,পৃ:৬৭]

আয়াত খাতামান্নাবীয়ীন ও ইমাম মাহদী আঃ এর আগমন

আজ একজন ধর্মপ্রান মুসলমান যখন প্রতিশ্রুত মাহদী বা মসীহ আঃ এর আগমন সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দাবীর যথার্থতাকে বিচার করে দেখতে চায়, তখন তার সামনে আয়াত "খাতামান নাবীয়ীন"এর ভুল ব্যাখ্যা সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আলেম সমাজ আহমদীয়া জামাতের বিরোধীতা করতে গিয়ে কুরআন পাকের দু'টি বিষয়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধীতার অবতারনা করে থাকেন। অর্থাৎ আয়াত খাতামান্নাবীয়ীন তথা হযরত মুহম্মদ সাঃ এর মোকামে খাতামান্নাবীয়ীন লাভ হওয়া একটি বিশেষ বিষয় আর হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর আগমন অপর একটি পৃথক বিষয় এবং উভয় বিষয় কুরআন শরীফে স্বয়ং আল্লাহ তালা কর্তৃক বর্নিত বিষয়। যে কোন বিবেকবান ব্যক্তি বিষয় দু'টির পার্থক্য বুঝতে পারবেন। কুরআন পাকে বর্নিত এমন দু'টি বিষয়ের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী কথা থাকা সম্ভব নয়। কোন আলেম যদি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে কোন বিষয়ের ভুল ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন তাহলে আমরা তাকে কুরআন পাকের জ্ঞান-চর্চ্চা এবং ইহার সঠিক মর্ম সম্যকভাবে উপলব্ধির জন্য অনুরোধ জানাব।

হযরত মুহম্মদ সাঃ স্বয়ং বলেছেন যে, হযরত ঈসা আঃ যিনি বনী ইসরাঈলী নবী ছিলেন, তিনি মারা গেছেন এবং যিনি শেষ যুগে ঈসা মসীহ হয়ে আসবেন তিনি নবী হবেন। সহী মুসলিমের হাদীসে (কিতাবুল ফিতান, বাব যিকরুদ দাজ্জাল) দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ সম্মন্ধে বিস্তারিত বর্ননা দেয়া আছে। হযরত নবীয়ে করিম সাঃ সেখানে শেষ যুগের দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ কে ধ্বংশ করার জন্য যে প্রতিশ্রুত মসীহর কথা বলেছেন, তাঁকে নবীউল্লাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এ ছাড়া তাফসীর-কারকগণ ও খ্যাতনামা ইমামগণ নিজ গ্রন্থসমূহে স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং দলিল-প্রমান দিয়েই উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ 'নবী' পদ-মর্য্যাদা সহই আবির্ভূত হবেন। এখানে কয়েক জনের নাম দেয়া হলো।

(ক) আল্লামা তুসী রহঃ। তাফসীর রূহুল মা'নী। (আয়াত খাতামান্নাবীয়ীন)

(খ)আল্লামা ইবনে হজর হাইসামী রহঃ। আল-ফাতাবিয়ুল হাদীসিয়া, পৃঃ১৫৫।

(গ)আল্লামা জালালউদ্দীন সিউতি রহঃ। হুজাজুল কেরামাহ, পৃঃ৪৩৭।

(ঘ)আল্লামা মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী রহঃ।

(ঙ)মৌলানা মুফতী মোহাম্মদ শ'ফী।

এ বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ বা দ্বিমত পোষণের কারণ নেই এবং উপরে লিখিত উদ্ধৃতি ও আলোচনার ভিত্তিতে ইহা প্রমানিত যে, হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর আগমন-এর সাথে আয়াত খাতামান্নাবীয়ীন-এর কোন দ্বন্দ বা বৈপরীত্য নেই।

কুরআন শরীফের 'আয়াত খাতামান নাবীয়ীন' এর ব্যাখ্যা যুগে যুগে আলেমগণ করে গেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাঃ থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক যুগের আলেম বলেছেন যে, শেষ যুগে যিনি ইসলামের বিশ্ব-ব্যাপী বিজয়ের জন্য আদেশ-প্রাপ্ত (মামুর) হয়ে আগমণ করবেন তিনি উম্মতি নবী হবেন। হযরত মুহম্মদ সাঃ খাতামান্নাবীয়ীন হওয়া সত্বেও হযরত মাহদী

আঃ উম্মতি নবী হবেন। এখানে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো।

ক হিজরী দ্বাদশ শতকের মুজাদ্দেদ হযরত শেখ আহমদ ফারুকী সারহিন্দি রহঃ, পাক-ভারত উপ মহাদেশের একজন বুযুর্গ-আলেম বলেছেনঃ খাতামুর রোসোল হযরত মুহম্মদ সাঃ এর আবির্ভাবের পরে হুযুরে পাক সাঃ এর অনুসারীদের মধ্য থেকে যদি কেউ তাঁর সাঃ এরই অনুসরনের বরকতে নবুয়তের কামাল বা নবুয়তের মোকাম লাভ করেন, তবে তা আয়াতে খাতামান্নানাবীয়ীনের বিপরিত হবে না। অতএব, হে শ্রোতা তুমি সন্দেহে থেকো না। (মাকতুবাতে ইমামে রাব্বানী, ১ম খণ্ড, মকতুব নং ৩৪১, পৃঃ৩৪১)

*খ*হযরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী রহঃ দরুদ শরীফের ফজিলত বর্ননা করতে গিয়ে বলেছেনঃ "আমরা নিশ্চিত ভাবে জেনেছি যে, এই উম্মতের মধ্যেও এমন হবেন, যাঁর মর্যাদা আল্লাহর নিকট নবীগণের সমান এবং শরিয়তবিহিন হবেন।" (ফতুহাতে মক্কিয়া,১ম খণ্ড,পৃঃ৫৪৫)

*গ*তিনি আরও বলেছেনঃ "মানব জাতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত নবুয়ত জারী থাকবে। যদিও শরিয়ত-বাহী নবুয়ত বন্ধ হয়ে গেছে। শরিয়ত নবুয়তের একটি অংশ।"

ঘ হযরত মৌলানা মহম্মদ কাশেম নানতবী, পাক-ভারতের বিখ্যাত দীনি মাদ্রাসা দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা বলেছেনঃ "যদি আমাদের নবীয়ে করিম সাঃ এর পরেও কোন নবী জন্ম গ্রহন করেন, তথাপি 'খাতামিয়াতে মুহম্মদী'তে কোন পার্থক্য ঘটবে না।" (তাহযিরুন নাস, পৃঃ২৮)

*ঙ*হযরত ইমাম আব্দুল ওহাব শারা'নী রহঃ বলেছেনঃ জেনে রাখো, সর্ব প্রকার নবুয়ত বন্ধ হয় নাই, শুধুমাত্র শরিয়তবাহী নবুয়ত বন্ধ হয়েছে।" (আল ইওয়াকিত ওয়াল জাওয়াহির, ৩য় খণ্ড, পৃঃ৩৪৫)

*চ*হযরত ইমাম জাফর সাদিক রহঃ [মৃতঃ১৪৮ হিজরী/৭৬৫ ইং] দরুদ শরীফের ফজিলত বলতে গিয়ে বলেছেনঃ আল্লাহ তালা হযরত ইব্রাহিম আঃ এর বংশধরগণের মধ্যে নবী রসূল ও ইমাম নির্বাচন করেছেন। আশ্চার্যের বিষয় এই যে, মুসলমানগণ জানেন যে, হযরত ইব্রাহিমের (আঃ) বংশে নবুয়ত ও ইমামত জারী ছিল। কিন্তু উম্মতে মুহম্মদীয়ার মধ্যে বিষয়টি অস্বীকার করে।

ছ হযরত আবু আব্দুল্লাহ মোহম্মদ বিন আলী আততিরমিযি (মৃতঃ ৩০৮ হিজরী) বলেছেনঃ "খাতামান্নাবীয়ীন"এর অর্থ অনেকেই মনে করেন যে, হুযুর সাঃ আর্বিভাবের দিক থেকে শেষ নবী হয়ে এসেছেন। কিন্তু শেষে আর্বিভূত হওয়াতে কি সম্মান? অথবা এতে জ্ঞান বা হিকমাতের কি আছে? ইহা তো অবোধ ও জ্যানহীনদের ব্যাখ্যা। " (কিতাবুল আউলিয়া পৃঃ৩৪১)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আঃ বলেছেনঃ

আমার এ সম্মান শুধুমাত্র হযরত মুহম্মদ সাঃ এর অনুসরনের দ্বারা লাভ হইয়াছে। আমি যদি হযরত নবীয়ে করিম সাঃ এর উম্মতি না হতাম এবং তাঁর অনুসারী না হতাম , অথচ পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্বতের সমান আমার পূণ্য-কর্মের উচ্চতা ও ওজন হতো তা হলেও আমি কখনও খোদা তালার সংগে বাক্যালাপ ও তাঁর বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হতে পারতাম না কেন না, এখন মুহম্মদী নবুয়ত ব্যাতিরেকে অপর সকল নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে হয়ে গিয়েছে। নব-বিধান (শরিয়ত) নিয়ে আর কোন নবী আসিতে পারে না। কিন্তু

বিধান-বিহিন নবী আসিতে পারেন, যদি হযরত মুহম্মদ সাঃ এর প্রকৃত অনুসারী হন। অতএব, এ ভাবে আমি একাধারে রাসুলে করিম সাঃ এর উম্মত এবং নবী। আমার নবুয়ত বা ঐশী বাণী লাভ হযরত নবীয়ে আকরাম সাঃএর নবুয়তেরই প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব স্বরূপ। তাঁর নবুয়তকে বাদ দিয়ে আমার নবুয়তের কোন অস্তিত্ব নাই। ইহা সেই মুহম্মদী নবুয়ত, আমার মধ্যে যার বিকাশ ঘটেছে। যেহেতু, আমি প্রতিবিম্ব স্বরূপ এবং হুযুরের (সাঃ) উম্মতি, অতএব এতে হযরত মুহম্মদ সাঃ এর কোন সম্মান হানি হয় না।

আমার ঐশী বাণী লাভ এক বাস্তব ঘটনা। যদি আমি এতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ করি তবে আমি কাফের হয়ে যাব এবং আমার পরকাল নষ্ট হয়ে যাবে।" (তাযাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, রুহানী খাযায়েন, ২০ম খন্ড, পৃঃ ৪১১,৪১২।)

لاَ نَبِيَ بَعْدِي লা-নাবীয়া বা'দী (আমার পরে নবী নেই)

যারা প্রকৃতপক্ষে আরবী ভাষা জানেন ও বিশেষভাবে আরবী সাহিত্যের রূপক ও আলংকারীক শব্দ সমূহ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা রাখেন, আরবী যাদের মাতৃভাষা এবং উপরন্তু যাঁরা প্রকৃত অর্থে কুরআন শরীফের গভীর জ্ঞান রাখেন, সেই সব মহাজ্ঞানী আলেমগণের ব্যাখ্যাই আমাদের গ্রহন করা উচিত। আমাদের যারা বর্তমান যুগের আলেম তারা নিশ্চয়ই উল্লিখিত প্রজ্ঞাবানদের চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখেন না।

আমাদের দেশে হাদীস "লা নবীয়া বা'দী"র ব্যাখ্যা নিয়ে খুব বেশী বাড়া বাড়ী করা হয়। বলা হয় যে, হযরত মুহম্মদ সাঃ বলেছেন "আমার পরে নবী নেই" অতএব হযরত মাহদী আঃ নবী হতে পারেন না। আর যেহেতু মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব নবী হবার দাবী রাখেন সুতরাং তিনি একজন মিথ্যা দাবীদার। (নাউযু বিল্লাহ)। অথচ এ হাদীসের এরূপ অর্থ উল্লিখিত মহান ব্যাক্তিগণ করেন নি। কয়েকটি উদাহরন এখানে উপস্থাপিত হলো।

হযরত আয়েশা রাঃ সম্মন্ধে হযরত রাসুল সাঃ বলেছেন যে, ইসলামের অর্ধেক জ্ঞান হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট থেকে শিখ।' ইতিহাস সাক্ষী যে, হযরত রাসুলে করিম সাঃ এর ইনতেকালের পরে সাহাবায়ে কেরাম রাঃ হযরত আয়েশার (রাঃ)নিকট শিক্ষা লাভ করতেন। হযরত আয়েশা রাঃ উক্ত হাদীসের অর্থ করছেনঃ

«قولوا إنّه خَاتَمُ الأنبياء ولا تقولوا لا نبي بعده».

"কুলু ইন্নাহু খাতামুল আম্বিয়ায়ে ওলা তাকুলু লা নাবীয়া বা'দাহু" অর্থঃ তোমরা তাঁকে (সাঃ) খাতামুল আম্বিয়া বলো কিন্তু একথা বলো না যে, তাঁর (সাঃ) পরে নবী নেই।"

অত:পর আমরা দেখছি যে, হযরত আয়েশার (রাঃ) এই ব্যাখ্যারও ব্যাখ্যা অন্যান্য বুযুর্গ মুহাদ্দিসগণ (হাদীস-বিশারদ) করেছেন। যেমনঃ-

হযরত ইমাম ইবনে কুতাইবা (মৃত:২৬৭ হিজরী) বলেছেনঃ "হযরত আয়েশা রাঃ'র এই উক্তির, হযরত রাসুল সাঃ এর হাদীস লা নাবীয়া বা'দী-র বিপরীত নয়। কারন, আঁহযুর সাঃ'র হাদীসের র্মম এই যে, তাঁর পরে ইসলামী শরিয়তের বিরোধী বা বাতিলকারী কোন নবী নেই।

পাক ভারতের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত ইমাম মোহাম্মদ তাহের রহঃ (মৃত:হিঃ৯৮৬) বলেছেনঃ "হযরত আয়েশা রাঃ'র অর্থ এই যে, হযরত ঈসা আঃ নবী হয়ে আসবেন। তাছাড়া ইহা হাদীস লা নবীয়া বা'দী-র বিপরীত নয়। হযরত রাসুল সাঃ এর অর্থ এই যে, হযুর সাঃ

এর পরে এমন কোন নবী হবেন না যিনি হুযুর সাঃ এর শরিয়ত বাতিল করবেন।" (তাকমেলা মজমাউল বেহার,পৃঃ৮৫)

সুতরাং মূল কথা দাঁড়ায়, আল্লাহ তালা স্বয়ং হযরত মুহম্মদ সাঃ-কে খাতামান্নাবীয়ীন-এর মহাসম্মানিত মর্যাদা দান করেছেন এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত তা অপরিবর্তীত থাকবে। ফলে সমস্ত নবী রসুল গণের মধ্যে হুযুর সাঃ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবংঅতুলনীয়। অতএব, আঁহযরত সাঃ এর পরে তাঁকে বাদ দিয়ে কেউ নবী হতে পারে না। নবী হওয়া তো বহু দুরের কথা, কেয়ামত পর্যন্ত কোন মনুষ্য-পুত্র হযরত নবীয়ে করিম সাঃ এর আদর্শ ও সুন্নতের অনুসরন ও অনুকরণ ব্যতীত সামান্যতম বা নূনতম রূহানী সম্মান (আল্লাহ তালার নৈকট্য বা ভালবাসা) লাভ করতে সক্ষম হবে না। সকল প্রকার রূহানী বরাকাত, যে কোন প্রকার আসমানী নূর, বা ফায়যান লাভের জন্য হুযুরে আকরাম সাঃ এর অনুসরন ও সাধনা আবশ্যক। আল্লাহ তালা কুরআন শরীফে বলেছেনঃ

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে তোমরা আমাকে অনুসরন কর, (তাহলে) আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসবেন, তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। (সূরা আল-ইমরান,আঃ৩২)

এখানে পরিস্কার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যারা আল্লাহকে ভালবাসেন তাদের জন্য হুযুর আকদাস সাঃ এর সাথে প্রেম সূত্রে আবদ্ধ হয়ে, তাঁর (সাঃ) পদাংক (সুন্নত) অনুসরন করা অবশ্য কর্তব্য।

অতএব, রাসুল সাঃ এর অনুসরনকারীরা আল্লাহর ভালবাসা বা আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হবে। আল্লাহ তা'লা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে (আঃ) এলহাম করে জানিয়েছেনঃ

«كل بركةٍ من محمد ﷺ».

"কুল্লু বরকাতিন মিন মুহম্মদীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম"অর্থঃ সকল প্রকার কল্যান (বরাকাত) হযরত মুহম্মদ সাঃথেকে।" অনুরূপ ভাবে তাঁকে তিনি বলেছেনঃ

"«الخير كلُّه فى القرآن»..... ..... আল খায়রু কুল্লুহু ফিল কুরআন" অর্থাৎ "সকল প্রকার কল্যান কুরআনে নিহিত আছে।" সুতরাং হুযুর সাঃ এর অনুসরনের মাধ্যমে যাবতীয় মংগল বা কল্যান লাভ করা সম্ভব। যে ব্যক্তি হযরত রাসুল সাঃ এর সুন্নতের অনুসরন ও অনুকরণের মধ্যে সম্পূর্ণ-রূপে 'রাসুল-প্রেমে' বিভোর হয়ে, নিজকে বিলিন করবে, সে মুহম্মদী-নূর লাভ করবে।(সুবহান আল্লাহ)

"মোকামে খাতামান্নাবীয়ীন"এর অর্থ কি এমন হতে পারে যে, হুযুরে আকরাম সাঃ এর মধ্যে কিছু নেই? (নাউযু বিল্লাহ) এবং হুযুর সাঃকে মণেপ্রাণে মান্যকারী আত্মোৎর্সগকারী এবং নিবেদিত-প্রাণ ব্যক্তি কি আল্লাহর তরফ থেকে কিছুই পাবে না? এমন ধারনা পোষনকারী অবোধ অকৃতজ্ঞ কেহ কাফেরদের মধ্যেও আছে কি না সন্দেহ ! এমতাবস্থায়,

হুযুর সাঃ এর কি বৈশিষ্ট থেকে যায়? আর তাঁকে অনুসরনের সার্থকতা কি থাকে?

বিবেচনা করে দেখা দরকার, অন্যান্য নবী, যাঁরা খাতামান্নাবীয়ীন নন, তাঁদের সংগে হযরত মুহম্মদ সাঃ এর পার্থক্য কি? অন্য কোন নবীর উম্মতি কেহ আজ সেই নবীর অনুসরনের বরকতে কোন উল্লেখযোগ্য রূহানী উন্নতি লাভ করতে পারে না। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। কিন্তু হযরত রাসুলুল্লাহ সাঃ এর খাতামান্নাবীয়ীন হওয়ার বরকতে একজন মুসলমান রাসুলুল্লাহর (সাঃ) অনুসারী অনেক বেশী রূহানী উন্নতি লাভ করতে পারে। এমনকি রূহানী উন্নতির সর্বোচ্চ মোকাম লাভ করতে সক্ষম। যে ব্যক্তি যত বেশী নিজ সত্বাকে রাসুলুল্লাহ'র(সাঃ) মধ্যে বিলিন করতে পারবে, যত বেশী নিজকে ফানা করতে পারবে সে তত বেশী রূহানী মোকাম হাসিল করবে। কারন, হযরত মুহম্মদে মুস্তফা, আহমদে মুজতাবা, নবীয়ে করিম, রাসুলে আরবী, সৈয়দুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূহানীয়াতের চরম শিখরে আরোহন করেছেন এবং আল্লাহ তালার গভীর সান্নিধ্যে, চরম নিকটতম স্থানে অবস্থান করছেন। এর চেয়ে বেশী গভীরতর সান্নিধ্য মনুষ্য-সন্তানের জন্য কল্পনাতিত। যে রাসুল আল্লাহর প্রিয়তম, যে রাসুল সর্বোত্তম, তাঁর অনুসারী কেন উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী হবে না?

বড় সহজ সরল সত্য কথা এই যে, ঐ সকল নবী আঃ, যাঁরা খাতামান্নাবীয়ীন নন, তাঁদের অনুসারীরা নিজ নবীর অনুসরনের বরকতে নবীর সমতুল্য মোকাম লাভ করতে পারে না। কিন্তু হযরত খাতামান্নাবীয়ীন সাঃ এর অনুসরনের বরকতে একজন উম্মতি নবীর সমতুল্য মোকাম লাভ করতে পারে। অতএব, হযরত মাহদী আঃ নিজ ওস্তাদ হযরত খাতামান্নাবীয়ীন সাঃ এর পূর্ণঅনুসরনের ও অনুকরনের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ'র (সাঃ) অধীন-নবী, উম্মতি নবী, রাসুলুল্লাহ'র দাস-নবী, হবেন।
(সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজিম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁ ওয়া আলা আলে মুহম্মদ)।

যারা মনে করেন যে, হযরত মাহদী আঃ হযরত নবীয়ে করিম সাঃ এর অনুসরনের বরকতে, নবীয়ে করিম সাঃ এর দাসত্বের শিকল পরিহিত অবস্থাতেও 'উম্মতি নবী' হবেন না, তারা পক্ষান্তরে মনে করেন যে, হযরত নবীয়ে করিম সাঃ এর অনুসারী হওয়া এবং অন্য কোন নবীর অনুসারী হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাদের মতে অন্য নবীর উম্মতিরা যেমন আজ কোন রূহানী মর্যাদা লাভ বা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে না, তেমনই হুযুর সাঃ এর উম্মতিও কোন রূহানী উন্নতি পাবে না। বরং তার চেয়েও বড় দুঃখের বিষয় এই যে, অন্য নবীগণের উম্মত যখন-ই ধর্মীয় শিক্ষা ভুলে বিপথ গামী হয়েছে, তখনই আল্লাহ তা'লা তাদের পথ-প্রদর্শনের জন্য কোন নবী বা রাসুল পাঠিয়েছেন। কিন্তু আজ মহানবী সাঃ এর উম্মতের পথ- প্রদর্শনের জন্য, সংস্কারের জন্য কোন উম্মতি 'যিল্লি-নবী' বা 'নবী-তুল্য' হতে পারবে না। এমনকি হযরত ইমাম মাহদী যিনি সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য "আদেশ-প্রাপ্ত" (মামুর) হবেন, তিনিও "নবীর-মত"/যিল্লি-নবী" হতে পারবেন না। এ ধরনের কোন নিশ্চয়তাও নেই যে, উম্মতে মুহম্মদীয়া বিপথগামী হবে না কখনও।

আমরা জানি না যে, কোন প্রতিশ্রুতি অনুসারে এ উম্মত চৌদ্দশ' বছর ধরে কি রকমের মাহদী বা মসীহ'র অপেক্ষা করছে? ঐ মাহদী বা মসীহ'র মর্যাদা'ই বা কি হবে বলে তারা মনে করেন? তিনি কোন মর্যাদার বলে বলীয়ান হয়ে উম্মতের সকলকে নিজ হস্তে বয়াত বা

দীক্ষা নেবার আদেশ করবেন? আর যারা তাঁর হাতে বয়াত বা দীক্ষা নিতে অস্বিকার করবে তাদেরই বা কি অপরাধ হবে? কারন, নবী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির হাতে দীক্ষা বা বয়াত গ্রহন করা ফরজ বা ঈমানের জন্য জরুরী শর্ত নয়।

এমন যুক্তি কি গ্রহনযোগ্য হতে পারে যে, সূর্যের রশ্মি এবং তাপ যখন কোন বস্তুর উপর নিক্ষিপ্ত বা নিপতিত হয়, তখন ঐ বস্তুটি আলোকিত এবং উত্তপ্ত হয় না? এমন নিশ্চয় নয়! সূর্যের আলো ও তাপে অবশ্যই বস্তুটি আলোকিত এবং উত্তপ্ত হবে। ঠিক তদ্রুপ, কুরআন শরীফে হযরত রাসূলে করিম সাঃকে "সিরাজাম মুনিরা" বলে আখ্যায়ীত করা হয়েছে। (সূরা আহযাবঃ৪৮) আমরা যদি কুরআনের এই বাণীকে সত্য বলে স্বীকার করি, আর হযরত মুহম্মদ সাঃ যদি রূহানী জগতের সূর্য হন, তবে, ইহাও স্বীকার করতে হবে যে, হুযুর সাঃ এর রূহানী নূরের বিকিরণ ও বিচ্ছুরণ ঘটবেই এবং যখন কোন উম্মতির পাক-পবিত্র আঁত্মা, সরল-সহজ, ঝকঝকে-তকতকে স্বচ্ছ আত্মা তথা মুত্তাকী রূহ যখন ঐ মুহম্মদী নূরের আওতায় আসবে, পরম সান্নিদ্ধে আসবে এবং ঐ নূরের প্রতিফলন লাভ করবে, তখন নিশ্চয় ঐ রূহ বা আত্মা মুহম্মদী-নূরে নূরান্বিত হবে। যেমন, সূর্যের আলো চাঁদের উপর পড়ে চাঁদ আলোকিত হয়। অনুরূপভাবে, হুযুরে আকরাম সাঃ এর কুওতে কুদসীয়ার (পবিত্র-করণ শক্তি) বরকতে একজন উম্মতি আজও মুহম্মদী নূরে নূরান্বিত হতে পারে। অতীতে হযরত বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহঃ'র মত বহু বুযুর্গ আউলিয়ায়ে কেরামের এবং মুজাদ্দেদগণের জন্ম এই উম্মতে হয়েছে। যাঁদের সম্মন্ধে হযরত নবীয়ে করিম সাঃ বলেছেনঃ

«عُلماء أُمَّتي كأنبياء بني إسرائيل».

উলামাও উম্মাতি কাআম্বিয়ায়ে বনী ইসরাঈল" অর্থঃ আমার উম্মতের উলামা বনী ইসরাঈলী নবীগণের মত বা অনুরূপ। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আঃও এই দাবীই করেছে যে, তিনি রূহানী জগতের সূর্য হযরত মুহম্মদ সাঃ থেকে আলোক প্রাপ্ত হয়েছেন, এবং পূর্ণ মাত্রায় আলোক প্রাপ্ত হয়েছেন, যেমন পূর্ণিমা রাতের চাদঁ (সূর্য থেকে প্রাপ্ত আলোয়) আলোকিত হয়।

এখানে বিবেচনার বিষয় এই যে, এই উম্মতের উলামা যদি বনী ইসরাঈলি নবীগনের মত হন তবে, হযরত ইমাম মাহদী আঃ হযরত মুহম্মদ সাঃ এর মত কেন হবেন না? আর যদি তিনি হুযুর সাঃ এর 'মত' বা 'অনুরূপ' হন এবং 'আদেশ-প্রাপ্ত' (মামুর) হন, তবে তিনি 'উম্মতি-নবী'। তাছাড়া, উম্মতের বুযুর্গ উলামা যারা বনী ইসরাঈলী নবীগনের তূল্য, তারা যে মাহদী আঃ'র হাতে দীক্ষা নিবেন বা বয়াত নিবেন, সে মাহদী আঃ এর রূহানী মোকাম বা পদ-মর্য্যাদা কি হওয়া উচিত?

যালিকাল কিতাব লা রায়বা ফিহে

"যালিকাল কিতাবু লা রায়বা ফিহে" কুরআন শরীফের এই দাবীর প্রতি আমরা ঈমান রাখি, যার অর্থ এই, ইহা সেই কামিল কিতাব, যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কুরআন শরীফে যা কিছু বর্নিত আছে তা সবই চুড়ান্ত এবং শাশ্বত সত্য। এর মধ্যে পরস্পর বিরোধী কোন আয়াত বা বাণীর উল্লেখ নেই। এই মহপবিত্র গ্রন্থে বর্নিত কোন বিষয়ের পরস্পর বিরোধীতা না থাকাটা এই গ্রন্থের" কিতাবুল্লাহ"(আল্লাহ'র কিতাব) হওয়ার প্রমান। আল্লাহ

তালা বলেছেনঃ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا

অর্থঃ"তারা কি বিবেচনা করে দেখে না? যদি ইহা (কুরআন) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও তরফ থেকে হতো, তবে নিশ্চয় তারা এর মধ্যে বহু গরমিল খুঁজে পেতো।" (সূরা নিসাঃ৮০)

আয়াত খাতামান্নাবীয়ীন-এর অর্থ যদি এই হয় যে, আঁহযুর সাঃ এর পরে কোন প্রকার নবী আসবে না, তবে কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতে ইহার সমর্থন থাকা উচিৎ এবং এর বিপরীত কোন আয়াত থাকা উচিৎ নয়। অর্থাৎ এমন আয়াত থাকা উচিৎ নয় যেখান থেকে ভবিষ্যতে নবীর আগমনের আভাষ পাওয়া যায়। কারন, এমন আয়াত, আয়াত খাতামান্নাবীয়ীনের বিপক্ষে চলে যাবে। কিন্তু যদি এমন আয়াত পাওয়া যায়, যদ্বারা ভবিষ্যতে নবীর আগমনের আভাষ বা ইংগিত পরিলক্ষিত হয়, তবে বুঝতে হবে যে আয়াত খাতামান্নাবীয়ীনের অর্থ এমন হবে না যদ্বারা আগামীতে নবীর আগমন বন্ধ হয়। এখানে সকলের অবগতির জন্য কতকগুলি আয়াত উল্লেখ করা হবে যেখানে হযরত মুহম্মদ সাঃ এর পরেও নবীর আগমনের আভাষ ও ইংগিত পাওয়া যায়। আপনারা সকলে বিবেচনা করে দেখুন নিম্নে বর্নিত আয়াত সমূহের অর্থ এখানে যা দেয়া হলো তা ঠিক কি না।

নং১ঃ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِى فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থঃ"হে আদম সন্তানগন। যখন তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে রসুলগন এসে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনায়, তখন যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং আত্ম শুদ্ধি করবে ---" সূরা আ'রাফ, ৩৬,

এখানে কুরআনের অনুসারীদের বলা হয়েছে যে, "যখন তোমাদের কাছে রাসুল আসবে" অতএব, এখানে আগামীতে রাসুলের আগমনের ইংগিত স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এই আয়াতের বাস্তবায়ন বা রূপায়ন উম্মতে মুহম্মদীয়ার ভিতরে হওয়া উচিত, বাইরে নয়। কারন, তারাই কুরআনের অনুসারী, অন্যেরা নয়। অতএব, সহজে অনুমান করা যায় যে, প্রতিশ্রুত মসীহ বা মাহদী নবী হবেন।

এখানে হয়তো এ ধরনের প্রশ্ন উঠতে পারে যে,উক্ত আয়াতে "হে আদম সন্তান" বলে সম্বোধন করা হয়েছে অতএব, ইহা নিশ্চিত নয় যে, অবস্যই মুসলমানদের নিদৃষ্ট করে বলা হয়েছে। এ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, কুরআনে যদি "ইয়া বনি আদম" বলে সম্বোধন হয়, তবুও বর্তমান বা ভবিষ্যতের মুসলমানদেরকেই বুঝায়, অতীতের মৃতদেরকেও বুঝায় না। আর অমুসলমানদেরকেও বুঝায় না। কারন তারা কুরআনকে এখনও বিশ্বাসই করে না। তাছাড়া অন্য আয়াতে যেখানে বনি আদম বলে সম্বোধন করা হয়েছে, সেখানে এমন কথা বলা হয়েছে যা নিশ্চিতভাবে মুসলমানদের উপরই প্রযোজ্য। যেমন সূরা আরাফঃ ২৭-৩২)

নং২ঃ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ

অর্থঃআল্লাহ'ই সর্বাধিক জানেন,তিনি তাঁর রিসালত কোথায়, কা'কে অর্পন করবেন। সূরা আনআম ঃ ১২৫।

এখানে আল্লাহ তালা বলেছেন, কোথায়, কখন এবং কা'কে তিনি রাসুল মনোনীত করবেন, এ বিষয়ে তিনি সবচেয়ে বেশী জানেন। এখানে" ইয়াজয়ালু "শব্দটি আরবী ভাষার সিগা মুজারিয়া তথা ভবিষ্যৎ কাল ব্যাবহার করা হয়েছে। [আরবী ভাষায় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় প্রকার কাল.Tense)এর জন্য একই কাল বা'Tenseব্যবহৃত হয়া] অতএব, "ইয়াজয়ালু"অর্থাৎ রাসুল মনোনয়নের কাজ ভবিষ্যতেও জারী থাকবে। শুধু অতীতের বিষয় নয়

সুতরাং উম্মতে মুহম্মদীয়ার জন্য ভবিষ্যতে রাসুল নির্বাচনের দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে বলে আভাষ পাওয়া যাচ্ছে এখানে। উল্লেখ করা যায় যে, রাসুল অর্থ বার্তা-বাহক বা পয়গম্বর বা প্রেরিত-পুরুষ।

নং৩ঃ اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ

অর্থঃ আল্লাহ মনোনিত করেন বা করবেন রাসুলগনকে ফেরেস্তাগনের মধ্য থেকে এবং মানবগনের মধ্য থেকে।(সূরা হজ্জঃ ৭৬) আল্লাহ নিশ্চয় সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

এখানেও "ইয়াসতাফি" সিগা মুজারেয়া অর্থাৎ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল। অতএব, ইয়াসতাফি অর্থ, ভবিষ্যতে আল্লাহ তালা ফেরেস্তা ও মানব-দের মধ্য থেকে তাঁর রাসুল মনোনীত করবেন। সুতরাং এই আয়াতেও ভবিষ্যতে রাসুলের আগমনের সম্ভাবনা পরিষ্কার লক্ষ্য করা যায়।

স্মরণ থাকা দরকার যে,কুরআন আল্লাহ'র কালাম, অতএব ইহা কল্পনাও করা যায় না যে, হয়তো ভুলে বা অসর্তকতা বশতঃ সিগা মুজারিয়া বা ভবিষ্যৎ কাল ব্যাবহার হয়ে গেছে।

নং৪ঃ عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٦﴾ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

অর্থঃ তিনিই সকল অদৃশ্য বিষয়ে মহা-জ্ঞানী। অতএব, তিনি তাঁর মনোনীত রাসুল ছাড়া কারো কাছে কোন অজ্ঞাত বা অদৃশ্য (গায়েব) বিষয় প্রকাশ করেন না। (সূরা জীন্ন ঃ ২৭,২৮)

আল্লাহ তালা বলেছেন যে, তিনি তাঁর রাসুল ব্যতীত অদৃশ্যের খবর (অতীত বা ভবিষ্যৎ) দেন না। অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত রাসুলের একটি বিশেষ পরিচয় এই যে, তিনি আল্লাহর তরফ থেকে গায়েব বা অদৃশ্যের খবর প্রাপ্ত হন।

এখন যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর মনোনিত বলে দাবী করেন এবং ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর হাজার হাজার অদেখা, অজানা, অজ্ঞাত, সংবাদ দেন এবং প্রকাশ্যভাবে এই বলে প্রচার করেন যে, স্বয়ং আল্লাহ তালা তাঁকে এই সমস্ত অজানা গায়েবের খবর দিয়েছেন এবং যদি দেখা যায় যে, ঐ সব ভবিষ্যদ্বানী ঠিক ঠিকভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হচ্ছে, তবে ইহা ঐ দাবী কারকের সত্যতার পক্ষে অবশ্যই একটি ভারী দলিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব (আঃ) দাবা করেছেন যে, আল্লাহ তালা তাঁকে শেষ যুগের মাহদী ও মসীহ মনোনীত করে প্রেরন করেছেন। তিনি নিজ সত্যতার প্রমান স্বরূপ হাজার হাজার অসম্ভব ধরনের গায়েবের খবর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যা তাঁর জীবদ্দশায় সত্যে পরিনত হয়েছে। হাজার হাজার লোক সাক্ষী ও রয়েছেন। তাঁর ইনতেকালের পরেও অসংখ্য পূর্ব বর্নিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে চলেছে। যার ফলে বহু লোক তাঁকে সত্য বলে মেনে নিচ্ছে।

একতো বিচারের বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে হযরত রাসুলুল্লাহ সাঃ'র পরবর্তিতে রাসুলের আবির্ভাবের ইংগিত রয়েছে, দ্বিতীয়তঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আঃ'র সত্যতার ইহা একটি ভারী দলিল। এমন বিষয়ে অবশ্যই বিচার-বিবেচনা করা উচিৎ।

সবচেয়ে বড় শুভ-সংবাদ ও সম্ভাবনা সূরা ফাতেহা'য়

সূরা ফাতেহা'কে উম্মুল কিতাব বলা হয় অর্থাৎ কুরআনের সারাংশ। যে কোন নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করা সুন্নত। এখানে দুটি বিশেষ দোয়া শিখানো হয়েছে।

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

অর্থঃ হে আল্লাহ রাহমানুর রাহিম। (১) আমাদিগকে পুরস্কার-প্রাপ্ত (নেয়ামত প্রাপ্ত) দের পথে চালাও। (২) অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট-দের পথে চালিও না।

এখানে বিশেষ ভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখুন। উল্লিখিত দোয়া কবুল (গৃহিত) হওয়া উচিৎ কি না। যদি কবুল হয়, তবে নিশ্চয় কিছুলোকের পুরস্কার পাওয়ার কথা। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, অবশ্যই কিছু লোক পুরস্কার প্রাপ্ত হবেন। কারন, আল্লাহ তালা স্বয়ং ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) করেছেন ঃ

ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

উদয়ুনি আসতাজিব লাকুম। তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। (সূরা মোমেনঃ৬১)

হযরত মুহম্মদ সাঃ এবং সাহাবায়ে কেরাম রাঃ হামেশা এই দোয়া করতেন। অতঃপর আজ চৌদ্দশত বৎসর ধরে কোটি কোটি মুসলমান এই দোয়া করে আসছেন। তারপর এই দোয়া কবুল না হবার কথা না। অতএব, উল্লিখিত পুরস্কার বা নেয়ামত কেহ না কেহ পাবেনই নিশ্চয়।

এখন প্রথম প্রশ্ন এই যে, ঐ পুরস্কার কি এবং পুরস্কার প্রাপ্ত কারা?

কুরআন থেকে জানা যায় যে, ঐ পুরস্কার হচ্ছে নবুয়ত এবং বাদশাহী। আল্লাহ তালা বলছেনঃ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ

إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ

অর্থঃ হযরত মুসা আঃ তাঁর জাতিকে বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের (পরস্কার) মনে রাখ। তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে নবী মনোনিত করেছেন এবং তোমাদিকে বাদশাহ করেছেন। (সূরা মায়েদাঃ ২১)

এখান থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহর পুরস্কার বা নেয়ামত হচ্ছে নবুয়ত এবং বাদশাহী। বুযুর্গ তাফসীর কারকগণও এই তাফসীর-ই করেছেন। আর সকলেই জানেন যে, হযরত মুসা আঃ এর জাতির মধ্যে উভয় প্রকার নেয়ামতই জারী ছিল। (তাফসীরে খাযেন, ২য় খণ্ড,)। অতএব, এই আয়াত অনুসারে কোন কোন উম্মতির এই পুরস্কার পাওয়া উচিৎ। ইহাও অবশ্যই চিন্তার বিষয় যে, হযরত মুসা আঃ এর উম্মতের চেয়ে আল্লাহর নিকট হযরত মহম্মদের সাঃ উম্মত বেশী প্রিয়। যদি মুসা আঃ এর উম্মতের অনেক ব্যক্তি নবী হতে পারেন তবে এই প্রিয়-নবীর উম্মতের কোন ব্যক্তিই কেন নবী হতে পারে না? অথচ উম্মতে মুহম্মদীয়ার অধঃপতন সম্বন্ধে হুযুর সাঃ এর ভবিষ্যৎ-বাণী আছে যে, এই উম্মত অধঃপতন করে এত নিচে নামবে যে, হুবহু ইহুদীদের মত হয়ে যাবে। হুযুর সাঃ বলেছেনঃ

«لتتَّبِعُنَّ سُننَ من قبْلكُم.. شبرًا بشبرٍ وذراعًا بذراعٍ حتى لو دخَلُواجحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُموهم، ، قيل يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟» (متفق عليه)

অর্থঃ "নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তিদের পথ অনুসরন করবে, প্রতি পদক্ষেপে তাদের অনুসরন করবে। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করে, তবুও তোমরা তাদের অনুকরণ করবে। জিজ্ঞাসা করা হয়, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাঃ তারা কি ইহুদী ও খৃষ্টান, যাদের অনুসরন করবে আমাদের পরবর্তি মুসলমানরা? হুযুর সাঃ বলেছিলেন, নিশ্চয়ই !" (মিশকাত, কিতাবুর রেকাক, বাব তাগায়য়ারুন নাস,)

অতএব, যেমন হযরত মুসা আঃ এর জাতি (ইহুদী/ বনী ইসরাঈলী)'র জন্য হযরত মুসা আঃ এর চৌদ্দশ' বছর পরে এক মসীহ'র আগমন হয়েছিল, তেমনই হযরত মুহম্মদ সাঃ এর চৌদ্দশ' বছর পরে একজন মসীহ'র আগমন হওয়া আবশ্যক। অনুরূপ ভাবে ঐ মুসা-য়ী মসীহ নবী-উল্লার মত মুহম্মদী মসীহ-ও নবী-উল্লাহ হওয়া উচিত।

সূরা ফাতেহার দোয়ার ফল স্বরূপ উম্মতে মুহম্মদীয়ার মধ্যে 'উম্মতি নবী'র আগমনের বিরাট সম্ভাবনা আছে। সূরা ফাতেহার দোয়ার এই তাফসীর সূরা নিসার আয়াত নং ৭০ দ্বারা সমর্থিত ও সত্যায়িত। সেখানে আল্লাহ তালা বলেছেন ঃ

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَٰٓئِكَ رَفِيقًا

অর্থঃ এবং যারা আল্লাহ এবং এই রাসুলের আনুগত্য করবে, তারাই ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হবে, যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কার দান করেছেন নবী এবং সিদ্দীক এবং শহীদ এবং সালেহগনের মধ্যে আর এরাই সংগী হিসাবে উত্তম।" (সূরা নিসা ঃ ৭০)

এই আয়াতের প্রথম কথা এই যে, যে কোন প্রকার রূহানী উন্নতি বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য হযরত মুহম্মদ সাঃ এর অনুসরন করা জরুরী। হুযুরে আকরাম সাঃ এর আদর্শ বা সুন্নতের সঠিক অনুসরনের বরকতে আল্লাহর ফজলে উক্ত আয়াতে বর্নিত চারটি রূহানী মোকাম, নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ, লাভ করা সম্ভব। এই আয়াতে বর্নিত সকল মোকাম-কে একই সমান্তরালে রাখা হয়েছে। এখানে যে ' -مع- মায়া' শব্দ ব্যাবহার হয়েছে, ইহা নবী, সিদ্দীক, শহীদ, সালেহ, চারটি শব্দের উপরই সমানভাবে ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ এই চারটি মোকামের জন্য একই শর্ত, একই আদেশ। সুতরাং যদি একটি লাভ করা সম্ভব হয়, তবে সব কটি'-ই সম্ভব। আর যদি একটি অসম্ভব হয়, তবে সব কটি'ই অসম্ভব।

সূরা ফাতেহার মোনাজাতে যে সকল পুরস্কার-প্রাপ্ত দের কথা বলা হয়েছে, এখানে সূরা নিসার এই আয়াতে ঐ পুরস্কার-প্রাপ্তদের পরিচয় দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে এঁরা (নবী,সিদ্দীক,শহীদ, সালেহ) পুরস্কার-প্রাপ্ত। অর্থাৎ সূরা ফতেহার প্রার্থনা এই যে, হে আল্লাহ! আমাদিগকে এই পুরস্কার-প্রাপ্তদের পথে চালাও, আমাদের শক্তি সামর্থ দাও যেন আমরা তোমার এবং তোমার রাসুলের (সাঃ) পূর্ণ আনুগত্য ও পূর্ণ অনুসরন করতঃ তোমার প্রিয় নবী, সিদ্দীক, শহিদ, সালেহ-দের মোকাম লাভ করতে পারি।

বলা বাহুল্য যে, এই দোয়ার বরকতেই উম্মতে মুহম্মদীয়ার মধ্যে সকল যুগে বড় বড় বুযুর্গ আউলিয়ায়ে কেরাম জন্ম লাভ করেছেন। আয়াতের তাফসীর এই যে, ঐ সব বুযুর্গানে উম্মতের কেহ কেহ নবীর মত ছিলেন,* কেহ কেহ সিদ্দীকের মত ছিলেন, কেহ কেহ শহীদের মোকামে ছিলেন, কেহ কেহ সালেহ। কিন্তু আজ বড় দুঃখের বিষয় এই যে, যেদিন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব দাবী করলেন যে, আল্লাহ তালার আদেশে তিনিই সেই মাহদী, মুসলমান জগত যাঁর অপেক্ষায় আছে। সেদিন থেকে সকলে তাঁর বিরোধীতায় অগ্রসর হলেন। বিশেষকরে মৌলভী সাহেবগণ। আজকের আলেম সমাজ বলছেন যে, হাদীস "উলামাও উম্মাতি কাআম্বিয়ায়ে বনী ইসরাঈল" অনুযায়ি বুযুর্গ আউলিয়ায়ে কেরাম, যেমন হযরত পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহঃ প্রমূখ, এঁরা বনী ইসরাঈলী নবীদের সমতুল্য হতে পারেন, কিন্তু হযরত ইমাম মাহদী আঃ উম্মতি-নবী, মুহম্মদ রাসুলুল্লার (সাঃ) গোলাম-নবী, বা যিল্লি নবী হতে পারেন না।

অনেকেই বলেন যে, সূরা নিসার উক্ত(নং৭০) আয়াতে যে মায়া' শব্দ ব্যবহার হয়েছে, এদ্বারা সংগী হওয়া বুঝায় আসল মোকাম লাভ করা বুঝায় না। অর্থাৎ এই আয়াত অনুসারে নবীগনের সংগী হওয়া সম্ভব, নবী হওয়া নয়। আমাদের উত্তর এই যে, এই 'মায়া'

---

*' নবীর মত' হওয়া এক কথা, আর " আমি নবী।তোমরা আমাকে মান্য কর।"বলে ঘোষনা দেবার 'আদেশ প্রাপ্ত' হওয়া, অন্য কথা। উম্মতের বড় ওলীগনের কেহ কেহ হয়ত 'নবীর মত' হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা "আদেশ-প্রাপ্ত" হন নি। যেমন হযরত ওমর রাঃ সম্মন্ধে হযরত রাসুল সাঃ বলেছিলেন, " যদি আমি না হতাম তবে ওমর (রাঃ) নবী হতেন"। হযরত মাহদী আঃ আদেশ প্রাপ্ত হবেন। কারন তাঁর হাতে বয়াত বা দীক্ষা করা প্রত্যেকের জন্য জরুরী।

কুরআনের অন্যত্রও ব্যবহার হয়েছে। সেখানে কিন্তু সংগী হওয়া সম্ভব হয় না, আসল হওয়া বুঝায়। যেমন দেখুন ঃ- (সূরা আল- ইমরান১১৯)

.... وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ..... ওয়া তাওফ ফানা মায়াল আবরার"

অর্থঃ"আমাদিগকে ন্যায়-পরায়ন দের সাথে মৃত্যু দান কর।" আপনারা বিবেচনা করে বলুন,'ন্যায়-পরায়নদের সাথে মৃত্যু'র অর্থ কি? ইহার অর্থ কি এই হবে যে, যখন কোন সৎ বা ন্যায় পরায়ন ব্যাক্তি মারা যাবে তখন তার সাথে দাফন হওয়া? অথবা এই যে, হে আল্লাহ আমাকে ন্যায় ও সৎ কর, শুধু ন্যায় পরায়নের সংগী নয় বরং স্বয়ং আমাকে "ন্যায়-পরায়ন" কর। অতএব, বড় যুক্তি প্রমান সহকারে আমরা বুঝেছি যে. এই আয়াতে " উম্মতি-নবী"র শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে।

প্রসংগক্রমে এখানে দরূদ শরীফের উল্লেখ করা যেতে পারে। আল্লাহ তালার নির্দেশে (সূরা আহযাব ঃ৫৭) আমরা প্রত্যেক নামাযে এবং নামায বাদেও বেশী বেশী দরূদ পাঠ করার চেষ্টা করে থাকি। যদি ভেবে দেখা যায়, তবে দরূদের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হে আল্লাহ ! তুমি হযরত মুহম্মদের (সাঃ) অনুসারীদের মধ্যে থেকে কোন নবী মনোনীত করো। দরূদের অনুবাদ দেখুন ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ
بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

" হে আল্লাহ! তুমি অনুগ্রহ ও আশীষ বর্ষন করো মুহম্মদ সাঃ এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতি, যেমন তুমি অনুগ্রহ ও আশীষ বর্ষন করেছিলে ইব্রাহীম এবং তার অনুসারীদের প্রতি। নিশ্চয় তুমি মহাপ্রশংসিত এবং মহামর্যাদাবান। হে আল্লাহ! তুমি রহমত নাযেল করো মুহম্মদ সাঃ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি, যেমন তুমি রহমত নাযেল করেছিলে ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের প্রতি। নিশ্চয় তুমি মহা প্রশংসিত ও মহা মর্যাদাবান।"

আমরা এই দরূদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ঐ প্রকারের অনুগ্রহ বা আশীষ বা রহমত কামনা করছি, যে প্রকারের অনুগ্রহ, আশীষ বা রহমত হযরত ইব্রাহীমের(আঃ) জন্য বর্ষিত হয়েছিল। যে ধরনের রহমত তাঁর উপর নাযেল হয়েছিল তা আমরা সবাই জানি যে, আল্লাহ তালা বহু নবী হযরত ইব্রাহীমের(আঃ) অনুসারীদের মধ্যে প্রেরণ করেছিলেন। যার ফলে হযরত ইব্রাহীম আঃ কে "আবুল আম্বিয়া"বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

শেষ কথা এই যে, সূরা ফাতেহার শেষ দোয়া আমাদের মহা-মুক্তির পথ-নির্দেশ করছে। হে আল্লাহ ! আমাদিগকে অভিশপ্ত ও পথভ্রান্তদের পথে চালিও না।' ইহার সরল সহজ অর্থ এই যে, শেষ যুগে তথা বিশ্ব-ব্যাপী চরম অবক্ষয়ের যুগে অবশ্যই হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর আগমন এমনই হবে যেমন হযরত রাসূলে করিম সাঃ এর

আগমন। যেহেতু তিনি আঁহুযূরের (সাঃ) যিল্ল / প্রতিবিম্ব হবেন। তখন এই মাহদী আঃ এর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর হাতে বয়াত গ্রহন করা পুরস্কারের কারন হবে।

হযরত ইমাম মাহদী আঃ কখন আসবেন

কুরআন, হাদীস বিগত যুগের উলামায়ে রব্বানী এবং আউলিয়ায়ে কেরামের মতানুসারে হযরত মুহম্মদ সাঃ এর তেরশ' বছর পরে হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর আবির্ভাব প্রত্যাশিত ও প্রতিশ্রুত ছিল। অতঃপর, যথা সময়ে দেখা গেল যে, হযরত মাহদী আঃ আগমন সংক্রান্ত সকল নির্দশনাবলী পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে।সেই যুগের আলেমগণ, বুদ্ধিমানগন সকলেই স্বীকার করেছেন যে, ইহাই হযরত মাহদী আঃ এর যুগ। আল্লাহ তালা বলেছেন ঃ

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

অর্থঃ আল্লাহ নিজ হুকুম (অর্থাৎ ইসলাম) কে আকাশ থেকে পৃথিবীতে নিজ পরিকল্পনা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত করবেন। অতঃপর ঐ হুকুম (ইসলাম) তাঁর দিকে উঠে যাবে এক দিনে, যা তোমাদের গননা মতে এক হাজার বছর। (সূরা সিজদা ঃ৬)

এই আয়াতে পরিস্কার বুঝা গেল যে, হযরত রাসুলুল্লাহ সাঃ এর এক হাজার বছর পরে ভূপৃষ্ঠে প্রকৃত ইসলাম থাকবে না। হুযুর সাঃ নিজেও বহু স্থানে বহু বার উল্লেখ করেছেন যে, ইসলামের উপর এক চরম অধপতনের যুগ আসবে। হযরত আলী রাঃ বর্ননা করেছেন যে, হযরত রাসুল সাঃ বলেছেনঃ

«يُوشك أن يأتي على الناس زمانٌ لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خرابٌ من الهدى. علماءهم شر من تحت أديم السماء. من عندهم تخرج الفِتنة وفيهم تعود».

অর্থঃ নিশ্চয় একযুগ আসবে, যখন ইসলামের নাম ছাড়া কিছুই বাকী থাকবে না এবং কুরআনের অক্ষরগুলি ছাড়া কিছুই থাকবে না। তাদের সে সময়ের মসজিদগুলি হবে জাঁকজমকপূর্ণ, কিন্তু সেগুলি হেদায়েত-শুন্য হবে। তাদের আলেমরা হবে আকাশের নীচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব। সমস্ত ঝগড়া বিবাদ তাদের মধ্য থেকেই উৎপন্ন হবে এবং তাদের মধ্যেই ফিরে যাবে।"(মিশকাত,কিতাবুল এলম, ফসলুস সালেসা)

আর এক হাদীসে হযরত নবীয়ে করিম সাঃ বলেছেনঃ

«خير القرون قرني ثم الذين يلُونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذبُ».

অর্থঃ" আমার শতাব্দী সবচেয়ে উত্তম, তারপর সন্নিহিত শতাব্দী, তারপর তৎসন্নিহিত শতাব্দী, অতঃপর মিথ্যার প্রার্দুভাব হবে।"(নিসায়ী,মিশকাত, বাব মুনাকেবুস সাহাবা,)

অতএব, কুরআনি আয়াতে বর্নিত এক হাজার বছরে ইসলাম ধরাধাম থেকে সরে যাবে। কিন্তু এই এক হাজার বছরের পূর্বের তিনশ' বছর ইসলামের উত্তম যুগ ছিল। আর এই তেরশ' বছর পরে পৃথিবীতে ইসলামের সবচেয়ে অন্ধকার যুগ হবে যখন হযরত মাহদী আঃ এর আগমন হবে।

আর এক হাদীস আরো নিদৃষ্ট করে দেয় হযরত মাহদী আঃ এর যুগকে। হুযুর সাঃ বলেছেনঃ إذا مضت ألف ومائتان وأربعون سنةً يبعثُ الله المهدي».

"অর্থঃ যখন ১২৪০ বৎসর বিগত হবে, তখন আল্লাহ তালা মাহদী আঃকে প্রেরণ করবেন।" (নাজমুছ ছাকেব, ২য় খণ্ড) এখানে বড় পরিষ্কার যে, মাহদী আঃ কবে আসবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আঃ, যিনি প্রতিশ্রুত মাহদী হবার দাবী করেছেন,তিনি হিজরী ১২৫০ সালে জন্ম গ্রহন করেছেন। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় এই যে, যখন আমাদের তরফ থেকে এ ধরনের হাদীস পেশ করা হয়, তখন মৌলভী সাহেবরা বিনা দ্বিধায় বলে ফেলেন যে,"এ হাদীস দূর্বল" কিন্তু এমন বলার পূর্বে এতটুকু চিন্তা করেন না যে, যদি হাদীস দূর্বল ছিল তবে ইহা পূর্ণ হলো কেন? আল্লাহ কেন এমন করলেন যে, কুরআন ও হাদীসের লক্ষ্যন গুলি একজন ভণ্ড দাবীদারের পক্ষ্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হলো? কোন একটি লক্ষ্যন তো নয় যে, ঘটনা চক্রে পুরা হয়ে গেছে। যদি কুরআন ও হাদীসের লক্ষ্যন পূর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে তবে, যাঁর পক্ষ্যে পূর্ণ হয়েছে তিনি নিশ্চয় সত্য। নতুবা যিনি সত্য আগমনকারী তিনি কোথায়??

কুরআন এবং হাদীসের পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া কি আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে ঘটেছে? অথবা আল্লাহ কি নিজ ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) ভুলে গেছেন? আল্লাহ তালা স্বয়ং ওয়াদা করেছেনঃ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ সূরা "হিজ্‌রঃ৯০.

"ইন্না নাহনু নাযযালনায যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিযুন"আমরা'ই এই মহাগ্রন্থ কুরআনকে নাযেল করেছি, আমরা'ই ইহার রক্ষনাবেক্ষন কারী।" অতএব, আমাদের ঈমান, আল্লাহ অবশ্যই নিজ ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও পূর্ণ করবেন।

অতঃপর কুরআন শরীফের আরো কিছু নিদর্শনাবলী উল্লেখ করা হলো, যাতে করে নিশ্চিত ভাবে হযরত ইমাম মহদী আঃ এর আগমনের যুগ নিরূপন করা যায়। সূরা তাকভীরে অনেকগুলি নিদর্শন বর্নিত আছে। যেমনঃ

*"যখন সূর্যকে (আলো-কে) ঢেঁকে দেয়া হবে।"
অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভাবে হযরত মুহম্মদ সাঃ (রূহানী সূর্য) এর জ্যোতি থেকে মানুষ বন্চিত হবে। মানুষের অন্তরে হুযুর সাঃ এর পূর্ণ অনুসরনের তাগিদ থাকবেনা।

*" এবং তারা সমূহ ম্লান হয়ে যাবে" অর্থাৎ রূহানী বা রব্বনী উলামা জগতে বিরল হয়ে পড়বেন। (হাদীসে আছে ঃ 'আসহাবী কান্নুজুম 'অর্থাৎ সাহাবা রাঃ আকাশের তারার মত। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের মত মুহম্মদী-নূর প্রাপ্ত উলামার অভাব হবে।)

* " এবং যখন পাহাড় সমূহকে চালিত করা হবে " অর্থাৎ (ক) যখন বড় বড় শক্তি সমূহের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হবে। (খ) পাহাড় গুলিকে ভেংগে রাস্তা নির্মান করা হবে এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হবে।

* "এবং যখন গর্ভবতী উটনিগুলি পরিত্যাক্ত হবে।" অর্থাৎ যে যুগে উটের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। এবং পরিবহন ও অন্যান্য কাজে, যাতায়াত , মালামাল স্থানান্তরের জন্য যন্ত্র-চালিত যান বাহন যেমন, মোটর গাড়ী, রেল গাড়ী, জাহাজ, বিমান ইত্যাদী আবিষ্কার হয়ে ব্যাবহৃত হতে থাকবে।

*" এবং যখন অসভ্য ও জংলীদের একত্রিত করা হবে।"অর্থাৎ যে যুগে বিভিন্ন জীব জন্তুকে চিড়িয়াখানায় একত্রিত করা হবে।(২) অসভ্য জাতিগুলি সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হয়ে সভ্য জগতের সাথে সমতার আসন লাভ করবে।

*"এবং একাধিক সমুদ্রকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে।" অর্থাৎ খাল খননের দ্বারা পৃথক পৃথক সমুদ্রকে মিলানো হবে, ফলে জাহাজ ও নৌ চলাচলের সুবিধা হবে এবং যোগাযোগ ও যাতায়াতের পথ সুগম করা হবে। যেমন পানামা ও সুয়েজ খালের দ্বারা করা হয়েছে।

*"এবং যখন নফস সমূহকে একত্রিত করা হবে।"অর্থাৎ যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নতির ফলে বিভিন্ন জাতি একে অপরের নিকটবর্তি হয়ে যাবে এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে জাতিসংঘ ধরনের আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান বা মিলন কেন্দ্র গড়ে তুলবে।

*"এবং যখন জীবিতকে কবর দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কোন পাপের কারনে তাকে হত্যা করা হয়েছে।"অর্থাৎ আদিম যুগের প্রথামত কন্যা সন্তান জীবন্ত কবর দেয়া ইত্যাদি আইনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হবে। সতীদাহ প্রথা ও এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য।

* "এবং যখন বই পুস্তক প্রকাশের বহুল প্রচলন হবে।" অর্থাৎ যে যুগে মুদ্রন ব্যবস্থার চরম উন্নতি হবে। তার ও বেতারে সরাসরি কথাবার্তা, প্রচার এবং যোগাযোগ ব্যাবস্থার চরম উন্নতি হবে।

এবার বিবেচনা করে দেখা দরকার যে, উল্লিখিত অধিকাংশ ঘটনাবলীর উন্মেষ ঘটেছে এবং এই শতাব্দীতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। এটা কি কোন বিশেষ যুগকে নির্দেশ করে না? আল্লাহ তালা হযরত মাহদী আঃ এর পরিচয়ের জন্য এ নির্দশন সমূহ প্রকাশ করেছেন।

মাহদী আঃ এর যুগ নির্দেশকারী একটি অপূর্ব নির্দশন

এখানে আর একটি অপূর্ব নিদর্শনের কথা উল্লেখ করছি কুরআন থেকে, যা হযরত মাহদী আঃ এর যুগ নির্দেশের এক জলন্ত প্রমান। আল্লাহ তালা বলেছেনঃ

وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ۝ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ

অর্থঃ এবং চাঁদে গ্রহন লাগবে এবং চাঁদ ও সূর্যকে (একই কক্ষপথে) একত্রিত করে দেয়া হবে। অর্থাৎ চন্দ্রের গ্রহনের পর পরই সূর্য্যের ও গ্রহন লাগবে।

এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, চন্দ্রগ্রহন ও সূর্য্যগ্রহন এক অস্বাভাবিক ও অসাধারন

ঘটনা হিসাবে ঘটবে। এ সর্ম্পক একটি বিশেষ হাদীসও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হযরত রাসুল করিম সাঃ বলেছেনঃ

«إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق السمٰوات والأرض تنكشف القمر لأول ليلة من شهر رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه ولم تكونا منذ خلق السمٰوات والأرض».

অর্থঃ নিশ্চয় আমাদের মাহদীর সত্যতার প্রমান স্বরুপ দুটি এমন নির্দশন প্রদর্শিত হবে যে,সৃষ্টির আদি থেকে এ পর্যন্ত এমন ঘটনার আর কোন নির্দশন নাই। এটি হলো, পবিত্র রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহনের প্রথম রাতে (অর্থাৎ ১৩ তারিখে) চন্দ্রগ্রহন হবে এবং এ মাসেই সূর্য্যগ্রহনের মধ্যম তারিখে (অর্থাৎ ২৮ তারিখে) সূর্য্যগ্রহন হবে।আর এ নির্দশন ইতিপূর্বে কোন কালে কখনও প্রদর্শিত হয় নি।

হাদীসে বনিত এই নির্দশন থেকে স্পষ্টতই আল্লাহর ইংগিত পাওয়া যায় যে, ইহা অতএব, আল্লাহর নিদর্শন। এ ধরনের নিদর্শন অন্য কোন শক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। এ থেকে প্রমান হয় যেঃ-

(ক)হযরত মুহম্মদ সাঃ অবশ্যই আল্লাহর তরফ থেকে জ্যান লাভ করেই এই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। অতএব, তিনি আল্লাহর সত্য নবী ছিলেন। (খ) এ থেকে অকাট্য প্রমান পাওয়া যায় যে, যে যুগে এই অপূর্ব নির্দশন প্রদর্শিত হবে, নিঃসন্দেহে উহা হযরত মাহদী আঃ এর যুগ। (গ) যে যুগে এই ঘটনা ঘটবে, ঐ যুগে যিনি "মাহদী" হবার দাবীদার উপস্থিত থাকবেন, তিনি অবস্যাই এই দাবীর উপযুক্ত।

সারা পৃথিবীর জন্য, বিশেষ ভাবে মুসলমানদের জন্য ইহা একটি সু-সংবাদ যে, উক্ত নিদর্শন ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে। আমাদের পূর্ব গোলার্ধে ১৮৯৪ ইংরেজী সালে এবং পশ্চিম গোলার্ধে ১৮৯৫ইং সালে। বলা বাহুল্য, ঐ যুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আঃ ব্যতীত অন্য কোন উল্লেখযোগ্য দাবীদার ছিল না। এমন কি আজও কেহ এমন দাবীকারক ময়দানে টিকে নেই। আরো উল্লেখযোগ্য বিবেচ্য বিষয় এই যে, এই নির্দশন প্রকাশ পাবার পাঁচ বছর পূর্বে দাবী করেছিলেন যে, তিনিই প্রতিশ্রুত মাহদী। তখন কেহ কল্পনাও করতে পারে নি যে, তাঁর দাবীর পাঁচ বছর পরে এই নির্দশন প্রকাশ হবে এবং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আঃ এর দাবী সত্য প্রমানিত হবে। আল্লাহু আকবর।

কিন্তু দঃখের বিষয় এই যে, আলেম সমাজের বড় অংশ হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর বিরোধীতা করাটাই ঈমানের অংগ বলে ধরে নিলেন। আর সর্ব প্রকার বিরোধীতা আরম্ভ করলেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, ইমামুল মাহদী আঃ বললেনঃ

"হে জ্ঞানী ব্যাক্তিগন ! আপনারা আশ্চার্য হবেন না যে, আল্লাহ তালা এমন প্রয়োজনের সময় এবং গভীর অন্ধকারের যুগে এক ঐশী জ্যোতী নাযেল করেছেন এবং সর্ব সাধারনের কল্যানার্থে বিশেষত:ইসলামের বাণীকে গৌরবান্বিত করার জন্য এবং হযরত মুহম্মদ সাঃ এর নূর বিস্তারের জন্য এবং মুসলমানদের সাহায্যকল্পে ও তাহাদের অভ্যন্তরীন অবস্থা বিশুদ্ধীকরনের জন্য তিনি তাঁর এক বান্দাকে এ জগতে পাঠিয়েছেন। বরং আর্শ্চাযের বিষয়

এ হোত যদি সেই আল্লাহ তালা যিনি ইসলাম ধর্মের সাহায্যকারী, যিনি কুরআন শরীফের হিফাযতকারী এবং এ সবকে নিস্প্রভ, নিস্তেজ ও জ্যোর্তিবিহীন হতে দিবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা এবং ভিতর বাহিরের আপদ সমূহ নিরিক্ষণ করেই চুপ থাকতেন এবং নিজের প্রতিশ্রুতি স্মরন না রাখতেন, যা তিনি তাঁর বাণীসমূহে জোরালো ভাষায় বর্ননা করেছেন।"

কিন্তু হযরত মির্যা সাহেবের দাবীর বিরোধীতা বাড়তে থাকল। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব ২৩ শে মার্চ, ১৮৮৯ ইং তারিখে লুধিয়ানা শহরে সর্ব প্রথম বয়াত গ্রহন আরম্ভ করেন। ডিসেম্বর,১৮৯০ ইং-এ সর্ব প্রথম তিনি দাবী করলেন যে, আল্লাহ তালার আদেশে তিনিই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী,যার সম্মন্ধে কুরআন ও হাদীসে প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এই দাবীর প্রচার যত বেশী হতে থাকল, বিরোধীতা বাড়তে থাকল। বিশেষকরে মৌলভী মৌলানারা দূর্বল যুক্তি নিয়ে প্রবল উন্মাদনার সাথে বিরোধীতায় নামলেন। আর হযরত মির্যা সাহেব নিজের সত্যতার দলিল প্রমান উপস্থিত করতে থকলেন। তিনি বললেন ঃ

"আমি পুনরায় বলছি যে, যদি এই পবিত্র রাসুল সাঃ এর পরিস্কার ও সতি সুস্পষ্ট ভবিষ্যৎবাণী অপূর্ণ থাকতো যাতে তিনি বলেছিলেন "প্রত্যেক শতাব্দীর শিরভাগে আল্লাহ তালা একজন মুজাদ্দিদ সৃষ্টি করবেন", তবে বিস্ময়ের ব্যপার হতো। অতএব, এটা বিস্ময়ের বা আশ্চার্যের বিষয় নয়, বরং মহাকৃতজ্ঞতার বিষয় এবং ঈমান ও ইয়াকীন বৃদ্ধির সুযোগ যে, আল্লাহ তা'লা আপন কৃপা ও অনুগ্রহে স্বীয় রাসুলের (সাঃ) ভবিষ্যৎবাণী পুরন করতে এক মূহূর্তও বিলম্ব করেন নি। তিনি যে কেবল একটি ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণকরে দেখিয়েছেন তা-ই নয়, বরং সহস্র সহস্র ভবিষ্যৎবাণী ও অলৌকিক ঘটনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।"

তিনি আরো বললেনঃ "আপনারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকেন, তবে শুকুর করুন, কৃতজ্ঞতাভরে সিজদা করুন যে,যে যুগের প্রতিক্ষা করতে করতে আপনাদের পূর্বপুরুষগণ ইতিমধ্যেই বিদায় নিয়েছেন এবং যে যুগের অপেক্ষায় অসংখ্য ধর্মপ্রান ব্যাক্তিগণ আগ্রহভরে চলে গেছেন, সেই মহান যুগ আপনারা লাভ করেছেন। এখন এর যথাযোগ্য সমাদর করা বা না করা আপনাদের উপর নির্ভর করছে। আমি এ কথা পুনঃ পুনঃ বর্ননা করবো এবং এ ঘোষনা করা থেকে আমি কখনও বিরত হতে পাবর না যে, আমিই সেই ব্যাক্তি যাকে যথা সময়ে জগতের সংস্কারের জন্য প্রেরন করা হয়েছে। (ফতেহ ইসলাম, পৃঃ৬-৮)

মাহদী আঃ এর যুগ সর্ম্পকে উম্মতের বুযুর্গ ইমামগণের মন্তব্য

অতি পরিতাপের ও লজ্জার বিষয় এই যে, ইদানিং আমাদের মৌলভী মৌলানারা হযরত মাহদী আঃ এর আগমনের যুগ সম্মন্ধে কোন কথা বলছেন না। এ সম্পর্কে তারা একেবারেই নীরব। হয়তো মনে মনে ভয় পাচ্ছেন যে, এ বিষয়ে আলোচনায় গেলে আহমদীয়া জামাতের সত্যতা প্রকাশ পেয়ে যাবে। চুপ থাকার কারন যা'ই হোক তারা অবশ্য চুপ'ই থাকতে চান। অথচ আজথেকে ৬০/৭০ বৎসর পূর্বে এই বিষয়ে বহু আলোচনা হতো,বহু বই-পুস্তক ছাপা

হতো, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় মতামত প্রকাশ হতো। আর এই কথাই বার বার বিভিন্ন ভাবে বলা হতো যে, হযরত ইমাম মাহদী আঃ প্রায় এসেই গেলেন। আর দেরী নেই। এখানে সামান্য কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো।

*(১) মিশরের আল-আযহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রেস থেকে প্রকাশিত (হিজরী ১৩০৫) হযরত আল্লামা আব্দল ওহাব শা'রানী প্রনীত কিতাব' আলইওয়াকিত ওয়াল জাওয়াহির'গ্রন্থের প্রথম সংস্করনের ১৬০ পৃষ্ঠায় তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে মাহদী আঃ ১২৫৫ হিজরীতে জন্মগ্রহন করবেন।

*(২) হযরত শাহ নেয়ামতুল্লাহ ওলী (রহঃ) হিজরী ৫৬০ সনে মারাগেছেন। তিনি একজন আল্লাহ-দোস্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বহু কাসিদা লিখেছেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ হয়েছে। যেমন, (ক) তারিধে বেলুচিস্তান (খ) আরবায়ীন ফি আহওয়ালিল মাহদীয়ীন (প্রকাশ কাল, ১৮৬০ খৃস্টাব্দ)। এই কাসিদায় তিনি ঐশী জ্ঞানের ভিত্তিতে লিখেছেন যে, যিনি মসীহ বা মাহদী হয়ে যাহির হবেন তার নাম, আ-হ-ম-দ, অর্থাৎ নাম 'আহমদ' হবে, তিনি হযরত রাসুল সাঃ এর অনুরূপ হবেন। তাঁর এক স্বনামধন্য পুত্র হবে। ইত্যাদি। এই কাসিদার একটি অংশের বাংলা অনুবাদ ইসলামী একাডেমী ঢাকার পত্রিকায় (২য় বর্ষ, পৃ:৪৭৮-৪৮৬,) প্রকাশ হয়েছে। এখানে দেখুনঃ

" আমি আল্লাহর কুদরত দেখছি —
আমি জ্যোতিষ বলে দেখছি না,
অনুপ্রেরনায় দেখছি।
আমি দেখছি চোখ মেলে খোরাসান,
মিশর, সিরিয়া ইরানের দিকে ,
আমি সবখানেই কেবল বিশৃংখলা ও যুদ্ধ দেখছি।
আমি দেখছি হীন বংশের লোক
অকেজো শিক্ষা নিয়ে
আজ মোল্লা মৌলভীরা আলখেল্লা পরছে।
আমি দেখছি ধর্মপ্রানলোকেরা দেশত্যাগী হয়েছে
আর দেশগুলো দুষ্টলোকের আবাসস্থল হয়ে উঠেছে
চাঁদ তার চাঁদনী হারিয়ে আঁধার হয়ে যাবে
সূর্য্যটাও হারিয়ে ফেলবে তার তেজ
দুঃখ কোর না, আমি বন্ধুকে প্রত্যক্ষ করছি, সে আসছে,
শীতের প্রখরতা কেটে গিয়ে পর
বসন্ত আসে সূর্য্যের সব গতিময় প্রদীপ্ত হয়ে।
আকৃতি স্বভাবে তিনি রাসুলের সমতুল্য।
সত্য ইমাম আবার উদয় হবেন
আর সারা জাহানে রাজত্ব করবেন।
আমি দেখছি ও পড়ছি আ-হ-ম-দ-
আমি দেখছি মাহদী ও ঈসাকে। —

*(৩) দ্বাদশ হিজরীর মুজাদ্দিদ হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস, দিল্লী, (মৃতঃ ১১৭৬হিঃ) তাঁর মূল্যবান কিতাব "তাফহিমাতে ইলাহিয়া"তে,(প্রকাশ,১৩৫৫হিঃ) তিনি লিখেছেনঃ

«علّمني ربي جل جلاله أن القيامة قد اقتربت والمهدي قد تَهيَّأ للخروج».

অর্থঃ মহাপ্রতাপশালী আমার প্রভু (রাব্ব) আমাকে জানিয়েছেন যে, কেয়ামত অতি নিকটবর্তি এবং হযরত মাহদী আঃ প্রকাশ হবার জন্য প্রস্তুত।" (পৃঃ ১৪৩,)

মৌলভী নবাব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী সাহেবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হোজাজুল কেরামাহ ফি আসারে কাদীমা'তে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং বহু গন্যমান্য আলেমগণের উদ্ধৃতি দিয়ে নিজ মন্তব্য লিখেছেনঃ "আমি বড় মজবুত সূত্র সমূহ মিলিয়ে দেখছি যে, নিশ্চয় তিনি (হযরত মাহদী আঃ) হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর আরম্ভে আবির্ভূত হবেন।"(পৃ;৩৯৫)

সুধি পাঠক মণ্ডলির নিকট আবেদন যে, এই অধ্যায়ের সন- তারিখ গুলি লক্ষ্য করবেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব হিজরী ১২৫০-এ জন্ম গ্রহন করেছেন এবং ১৩০২ হিজরীতে মাহদী হবার দাবী করেছেন। ঠিক চতুর্দশ শতাব্দীর আরম্ভে। আর আজ পন্চদশ শতাব্দীর একাদশ বৎসর অতিক্রান্ত প্রায়।

*(৫) পাক ভারতের খ্যাতনামা আলেম সৈয়দ আব্দল হাই সাহেব (রহঃ) লিখিত পুস্তক 'হাদীসুল গাসীয়া'তে লিখেছেন যে, চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর আর্বিভাব অনেকটা সুনিশ্চিত। যেহেতু মাহদী আঃ সর্ম্পকিত সকল নির্দশনাবলী প্রকাশ হয়ে গেছে।

*(৬) জনাব খাজা হাসান নিযামী পাক ভারতের বিখ্যাত সুফি ও সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।তিনি হযরত মাহদী আঃ এর আগমন সর্ম্পকে বই লিখেছেন 'কিতাবুল আমর ইয়ানী মাহদীর আনসার ও ফরায়েয'। এখানেও তিনি লিখেছেন যে, মাহদী আঃ এর যুগ হিজরী চর্তুদশ শতাব্দী। তাছাড়া তিনি একবার আরব দেশ ভ্রমন করে এসে লিখলেনঃ "আরবের মশায়েখ ও উলামায়ে কেরাম সবাই হযরত মাহদী আঃ এর অপেক্ষা করছেন। এমনকি শেখ সানসীর এক খলীফা এতদুর বলেফেললেন যে, হিজরী ১৩৩০-এ মাহদী আঃ যাহির হয়ে পড়বেন।"(পত্রিকা 'আহলে হাদীস', ২৬শে জানুয়ারী, ১৯১২ইং)

*(৭) প্রখ্যাত গ্রন্থকার সৈয়দ আবুল খায়ের নূরুল হাসান সাহেব তাঁর গ্রন্থ 'ইকতারাবুস সায়াতে' লিখেছেন (হিঃ ১৩০৯) যে, মাহদী আঃ এই শতাব্দীতেই যাহির হবেন।(পৃঃ২২১)

*(৮) দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী নিজ সন্তানদের নসিহত করে গেছেন যে,"হযরত মাহদী আঃ যদি আমার জীবিত অবস্থায় আসেন, আমি সর্ব প্রথম তাঁকে হযরত রাসুলে করিম সাঃ এর সালাম বলবো আর আমার মৃত্যুর পরে যদি তিনি আগমন করেন, তবে আমার সন্তানদের উচিৎ হবে তাঁকে গ্রহন করতঃ মুহম্মদী সেনাবাহিনীর শেষ দলে শামিল হওয়া।"(মজমুয়া ওসায়া আরবায়া,পৃঃ৪৭,)

*(৯) জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী মৌদুদী সাহেব লিখেছেনঃ "আজকের জনগণ আসলে একজন নবীকে কামনা করছে। যদিও মুখে খাতমে নবুয়তের কথা বলে এবং যদি কেউ নবীর আগমনের কথা মুখে আনে, তবে তার মুখ থেকে জিভ টেনে বের

করতে চাইবে,কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাদের অন্তর একজন নবীকে চাইছে। আর নবীর চেয়ে কম কারো উপর সন্তুষ্ট নয়।" (পত্রিকা-দিমুসলমান, ২৮শে ফেবরুয়ারী,১৯৪৩,)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আঃ বলেছেনঃ

"আমি সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহ তালা আমাকে পাঠিয়েছেন এবং যাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা মহাপাপীর কাজ, তিনি আমাকে "মসীহে মাউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ) রূপে পাঠিয়েছেন।" (একটি ভুলের সংশোধন, পৃঃ ৯-১০,)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আঃ এর দাবীর সত্যতার প্রমান

হযরত মুহম্মদে মুস্তফা সাঃ এর সত্যতার প্রমান এবং সকল প্রত্যাদিষ্ট আগমনকারীগণের সত্যতার প্রমান স্বরূপ আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআন শরীফে মাপকাঠি নিদৃষ্ট ও নির্নয় করে দিয়েছেন। এ মাপকাঠি দ্বারা কুরআন শরীফে হযরত রাসূলুল্লাহর সাঃ সত্যতার প্রমান ও বিচার করা হয়েছে। আর সেই মাপকাঠিতেই আজ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আঃ এর দাবীর বিচার করা হবে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আঃ এর মূল দাবী এই যে, তিনি আল্লাহ তালার তরফ থেকে মামুর হয়ে, বা আদেশ-প্রাপ্ত হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, আল্লাহ তালা তাঁর প্রতি ওহী বা এলহাম নাযেল করেছেন এবং তিনি অসংখ্য এলহামের ভিত্তিতে নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী বলে দাবী করেছেন। এমন ব্যক্তি যে এই বলে দাবী করে যে, আল্লাহ তার প্রতি এলহাম নাযেল করেছেন, তার সত্যতার বিচারের জন্য কুরআন শরীফে যে সব নীতিমালা নির্ধারিত আছে, তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো। স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রধান বিচার্য্য বিষয় এই নয় যে, দাবী-কারক নবী বা মসীহ কি না? প্রথম বিচার্য্য বিষয় এই যে, তার প্রতি এলহাম নাযেল হয় কি না? অর্থাৎ সে যে দাবী করছে যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলেন, এই দাবী কতদুর সত্য? যদি এই দাবী সত্য প্রমানিত হয় যে, আল্লাহ তাঁর সাথে অনেক কথা বলেন, তবে তার সকল দাবী মেনে নেয়া উচিৎ। কারন, আল্লাহ যে ব্যক্তির সাথে কথা বলেন বলে প্রমান পাওয়া যায়, তারপর আর বহস বা তর্ক করার কিছু বাকী থাকে না। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, এমন ব্যক্তি আল্লাহ যার সাথে কথা বলেন, সে ব্যাক্তি সুযোগের অসৎ ব্যবহার করে নিজকে নবী বা মসীহ বা মাহদী বলে চালাবার অপচেষ্টা করবে। সুতরাং যদি ইহা প্রমান হয় যে, আল্লাহ তালা মির্যা গোলাম আহমদ আঃ এর সাথে কথা বলেছেন, আর অনেক কথা, হাজার হাজার কথা (এলহাম) বলেছেন, এবং ঐ সব এলহামের মধ্যে 'নবী' বা 'রাসুল' বলে সম্বোধনও করেছেন এবং ঘোষনার আদেশও দিয়েছেন, তবে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি যে সব দাবী করেছেন তা সব সত্য।

অনেকেই বলে থাকেন, আর এমন মনে হয় যে, তারা খুব ভাল কথা বলছেন, দেখুন! আমরা হযরত মির্যা সাহেবকে বড় ওলী বা বুযুর্গ বা মুজাদ্দেদ মানতে পারি। কিন্তু তিনি যে নবী বলে দাবী করে বসেছেন! নাউযু বিল্লাহ। ইহা কোনক্রমেই গ্রহনিয় হতে পারে না!!

যারা এমন বলেন তারা আল্লাহ তালার সম্বন্ধে খুব মন্দ কথা বলেন। তারা মনে করেন যে, আল্লাহর মনোনয়ন এত বড় ভুল ছিল যে, যে ব্যক্তিকে তিনি মসীহ বা মাহদী নির্বাচন করলেন, সে ব্যক্তি এত অপদার্থ যে, জনপ্রিয়তার খাতিরে বা কোন কারনে আল্লাহর ভয়-ভীতি ভুলে গিয়ে, আল্লাহ'র আদেশ, ছাড়াই নবী দাবী করে ফেললেন!! উহ! আল্লাহ নাউযু বিল্লাহ!

(১) নবীর নবুয়তের দাবীর পূর্বের জীবন পবিত্র হয়

কুরআন শরীফে আল্লাহ তালা বলেছেন ঃ

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

অর্থঃ ইতিপূর্বে নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে এক দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছি, তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাবে না?

হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাবাসীদের বললেন,হে লোক সকল। আমি তোমাদের মধ্যে আমার জীবনের এক দীর্ঘ কাল কাটিয়েছি। আমার দাবীর পূর্বের বিগত ৪০ বছর পর্য্যন্ত আমার সভাব চরিত্র , চাল-চলন দেখেছ, তারপর আমার সম্বন্দে কি ধারনা পোষন কর? আমি কি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? আমি যদি এত কাল সত্যবাদী ছিলাম, তবে আজ এই পৌঢ় বয়সে কি করে মিথ্যাবাদী হয়ে গেলাম? আজ এই বয়সে আমার মিথ্যা বলার কি প্রয়োজন ছিল?

অর্থাৎ এই আয়াতে আল্লাহ তালা হযরত রাসুলে করিমের সত্যতার প্রমান এই রাখলেন যে, তিনি দাবীর পূর্বে চরম সত্যবাদী ছিলেন। আর দাবীর পূর্বের সত্যবাদীতা, তার দাবীর সত্যতার পক্ষ্যে একটি ভারী দলিল। অতএব, জানা গেল যে, আল্লাহ যাঁদের নির্বাচিত করে (মামুর করে) পাঠান তাঁদের দাবীর পূর্বের জীবন-চরিত নিঃষ্কলংক ও পবিত্র হয়ে থাকে।

এই নিয়ম অনুসারে যেমন দেখা গেছে যে, হযরত রাসুলুল্লাহর (সাঃ) সত্যবাদীতার কথা তাঁর শত্রুরাও স্বীকার করতেন, এখানেও তেমনই ঘটনা। হযরত মির্যা সাহেবের সভাব চরিত্রও নিঃকলংক ও পাক-পবিত্র ছিল। ঘোর বিরোধীরাও প্রকাশ্য স্বীকরুক্তি করেছেন। কয়েকটি উক্তি লক্ষ্য করুন ঃ

ক মৌলানা জাফর আলী খান সম্পদক জমিদার পত্রিকা, হিন্দুস্তানের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, যিনি আজীবন আহমদীয়া জামাতের বিরোধীতা করে গেছেন, তার পিতা মৌলভী সিরাজুদ্দীন সাহেব সাক্ষী দিয়েছেন ঃ "মির্যা গোলাম আহমদ ১৮৬০/৬২ ইং সালে শিয়ালকোটে চাকুরি রত ছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২২/২৩ বছর হবে। আমি স্বচোখে দেখা সাক্ষী দিচ্ছি যে, তিনি যৌবনে একজন খুবই সালেহ এবং মুত্তাকী বুযুর্গ ছিলেন।" (জমিদার, ৮ই জুন,১৯০৮)

খ আহমদীয়া জামাতের অন্যতম বিরোধী নেতা মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী লিখেছেনঃ "বারাহীনে আহমদীয়ার লেখক (হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আঃ) আমাদের স্বপক্ষিয় ও বিপক্ষিয় সকলের অভিজ্ঞতা অনুসারে শরিয়তে মুহম্মদীয়ার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পরহেযগার ও ন্যায় পরায়ন ব্যক্তি ছিলেন। (ওয়াল্লাহু হাসিবুহু) (এশায়াতুস সুন্নাহ,৬ম খণ্ড, ৯ম, সংখ্যা)

*গ*তিনি আরো বলেছেন ঃ "বারাহীনে আহমদীয়ার লেখক ইসলামের এমন একজন সেবক ছিলেন, যিনি তাঁর জান, মাল, লেখনী, বক্তৃতা ইত্যাদি সব কিছু দিয়ে ইসলামের খেদমতে সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যার তুলনা ইতিপূর্বে মুসলিম জাহানে খুবই বিরল।" (এশায়াতুস সুন্নাহ, ৬ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা,)

মৌলভী সানা উল্লাহ অমৃতসরী লিখেছে— " বারাহীনে আহমদীয়া পর্য্যন্ত আমি হযরত মির্যা সাহেবের সম্মন্ধে খুবই ভাল ধারনা রাখতাম। এমন কি একবার যখন আমার বয়স ১৭/১৮ বছর ছিল, আমি তাঁকে দেখার জন্য পয়ে হেঁটে কাদিয়ান গিয়াছিলাম।" (তারিখে মির্যা, পৃ:৫৩)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আঃ দাবীর সাথে বলেছেনঃ

"তোমরা আমার বিগত জীবনের (চরিত্র) উপর কোন প্রকার কলংক, মিথ্যা রচনা, মিথ্যাবাদিতা বা ধোকাবাজির অপবাদ বা অভিযোগ আনতে পারবে না; যা দিয়ে বলতে পার যে, এই ব্যক্তি অতীতেও মিথ্যাবলা বা মিথ্যা রচনায় অভ্যস্থ, অতএব তার আজকের দাবীও মিথ্যা। তোমাদের মধ্যে কে আছে যে আমার চরিত্রের উপর সামান্যতম কলংকের দাগ দেখাতে পারে? সুতরাং ইহা আল্লাহর ফজল (কৃপা) যে, তিনি আমাকে প্রথম থেকেই তাকওয়ার উপর কায়েম রেখেছেন। এবং চিন্তাশীলদের জন্য এটা একটা নিদর্শন।" (রূহানী খাযায়েন, ২০ম খণ্ড, পৃ: ৬৪)

অতএব, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আঃ ইহা কুরআনের সাক্ষ্য যে, দাবীর পূর্বের জীবন নিঃষ্পাপ এর অর্থ এই নয় যে, যার ৪০ বছরের জীবন নিঃকলংক সে' নবী; বরং যে কোন আল্লাহ'র প্রিয় বান্দার জীবন নিঃকলংক হয়ে থাকে। অতঃপর ইহা সামান্য বিষয় নয় যে, কোন ব্যাক্তির জীবন নিঃষ্পপ ! এখানে দলিল এই যে, আল্লাহ তালার দৃষ্টিতে তিনি আদি থেকেই নবী বা রাসুল বা মসীহ হবার জন্য মনোনিত ছিলেন বলেই আল্লাহ'র বিশেষ অনুগ্রহে তিনি এমন নিঃষ্পপ জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। সর্ব সাধারনের জন্য কি অতি সহজ ?

(২)। আল্লাহ তা'লা জালেমকে সফলতা দান করেন না

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ

অর্থঃ যে ব্যাক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে, তার অপেক্ষা অধিক জালেম আর কে? নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) অপরাধিদের সফলকাম করেন না। (সূরা ইউনুস ঃ ১৮,)

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে,যে ব্যাক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা দাবী করে,সে কখনও

সফল-কাম হয় না। এই আয়াতকে সামনে রেখে আমরা দৃঢ় ঈমান রাখি যে, হযরত মুহম্মদ সাঃ সত্য দাবী করেছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন। হযরত রাসুল সাঃ সফল হয়েছিলেন অর্থ এই নয় যে, তিনি কোন বাধার সন্মুখিন হন নি। প্রথম থেকেই বাধা বিপত্তির সন্মুখিন হতে থাকেন। আর দিন দিন বিরোধীতা বাড়তে থাকে। অবশেষে দেশ ত্যাগী হতে হয়। তারপর যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হয়। আজীবন হুযুর সাঃকে চরম জুলুম যন্ত্রনা সহ্য করতে হয়েছে মক্কা বিজয় পর্যন্ত।অবশেষে চুড়ান্ত বিজয় আসে। কিন্তু ইহার নাম ব্যর্থতা নয়।

অনুরূপ ভাবে হযরত মাহদী আঃ প্রথম দিন থেকে বিরোধীতার সন্মুখিন হতে থাকেন। দিন দিন আক্রমন বাড়তে থাকে। খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান সকলে মিলিত ভাবে তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে থাকে প্রবলভাবে। এমনকি খৃষ্টান পাদ্রীরা মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা খুনের মামলা করে,আর মুসলমান মৌলানারা মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেয়।। কিন্তু মির্যা সাহেবের অপরাধ কি? অপরাধ এই যে, তিনি ইসলামের খেদমত করতে গিয়ে আল্লহ'র আদেশে মাহদী হওয়ার দাবী করেন। আর এই দাবী যে, খৃষ্টান ইত্যাদি ধর্ম সব আজ বাতিল। এক মাত্র ইসলামই সত্য আল্লাহর ধর্ম। আমি মাহদী হয়ে এসেছি ইসলামকে সবার উপর বিজয়ী করবার জন্য। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, সারা জীবন বিরোধীরা অপমানিত হয়েছে। হযরত মির্যা সাহেব আজীবন সম্মান লাভ করে গেছেন। কোন জাগতিক শক্তি কোন দিন মির্যা সাহেবকে কোন প্রকার সাহায্য করে নি। হামেশা অসমান থেকে আল্লাহর গায়েবী সাহায্যই মির্যা সাহেবের সাথে ছিল। এখানে বিবেচনার বিষয় এই যে, একজন ভণ্ড দাবীদারকে আল্লাহ কেন সাহায্য করেন? যে যা'ই বলুন, ইহা অটল সত্য যে, হযরত মির্যা সাহেবকে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ কোন সাহায্য করেনি। অতএব, এমন দাবী কারক হয়ে তিনি আল্লাহর সাহায্য পেয়ে সত্য প্রমানিত হয়েছেন। যেহেতু কুরআন বলছে যে, মিথ্যা দাবী কারক আল্লাহর সাহায্য পেতে পারে না।

আহমদীয়া জামাতের একজন ঘোর বিরোধী ফায়সালাবাদ, পাকিস্তানের আল মিম্বার পত্রিকার সম্পদক লিখেছেন ঃ

"আমাদের একান্ত শ্রদ্ধেয় বুযুর্গগণ তা'দের যথাসাধ্য চেষ্টাদ্বারা কাদিয়ানীদের (আহমদীয়াতের) মুকাবিলাহ করে গেছেন। কিন্তু এ সত্য সর্ম্পকে সকলেই অবগত আছেন যে, কাদিয়ানী জামাত আগের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী এবং সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। আমাদের বুযুর্গগণ যাঁরা মির্যা সাহেবের সংগে মুকাবিলা করে গেছেন, তাঁদের অধিকাংশই তাকওয়াশীল, আল্লাহর নৈকট্য-প্রাপ্ত, সততা, নিষ্ঠা, জ্ঞান সব দিক দিয়েই প্রভাবশালী এবং পর্বত-তুল্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। —— —— কিন্তু এতদসত্বেও এ অপ্রিয় সত্য বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এসব বড় বড় ব্যক্তিবর্গের সমস্ত চেষ্টা সত্বেও কাদিয়ানী জামাতের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে —— —— " (মাসিক আল-মুনির,বর্তমান নাম 'আল মিম্বার,' ২২শে ফেবরুয়ারী, ১৯৫৬ ইং,)

(৩) আল্লাহ ও তাঁর নবীই সর্বকালে বিজয়ী হন

(ক) كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

(খ) وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۖ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ

[ক] অর্থঃ আল্লাহর সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি ও তাঁর রাসুলগণ অবস্যাই বিজয়ী হবেন। (সূরা মুজাদিলা ঃ২১,) [খ] তারা কি দেখে না যে, আমরা পৃথিবীকে ইহার চর্তুদিক থেকে সংকির্ন করে আসছি? তবুও কি তারাই বিজয়ী হবে? (সূরা আম্বিয়া ঃ ৪৫,)

উপরুক্ত আয়াতের পরিস্কার ও সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, আল্লাহ তালার পক্ষ্য থেকে অগমনকারীর দাবী যদি সত্য হয়, তবে আল্লাহ তাঁকে অবস্যাই বিজয়দান করেন। এখানে হযরত মির্যা সাহেবের সত্যতার প্রমান পাওয়া যায়। চারি দিক থেকে চরম বিরোধীতা সত্বেও ধীরে ধীরে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় যে ভাবে প্রসারতা সমর্থন ও সর্মথন লাভ করেছেন, তেমনই তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর জামাত দ্রুত প্রসার লাভ করে চলেছে। এ থেকে প্রমান হয় যে, এ পৃথিবী আহমদিয়াতের জন্য সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং অন্যদের জন্য সংকুচিত হচ্ছে। অতএব, এই আয়াত সমূহের আলোকে হযরত মির্যা সাহেবের সত্যতা প্রতিয়মান হচ্ছে। আল হামদুলিল্লাহ।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য, কোন জাগতিক শক্তি জামাতের সাহায্য করছে না, বরং বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠি এবং রাষ্ট্রিয় শক্তি পুরাদমে বিরোধীতা করছে। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন স্থানে জামাতের উপর চরম নির্যাতন চালিয়ে ইহার গতিরোধ করার বিরাট চেষ্টা চলছে। কিন্তু এতদসত্বেও জামাতে লোক দাখেল হচ্ছে। গত ১৯৮৯ ইং সালে সারা পৃথিবীতে (১২৩ টি দেশে) প্রায় এক লক্ষ্য তেইশ হাজার লোক বয়াত করে আহমদীয়া জামাতে শামিল হয়েছে। এটা কি করে সম্ভব? কোন অদৃশ্য শক্তির সাহায্যে এমন হচ্ছে?

জামাতের জন সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়াও আরো অনেক কাজ হচ্ছে। এ যাবত পৃথিবীর প্রায় ৫০ টি ভাষায় সম্পূর্ণ কুরআন শরীফের অনুবাদ ছেপেছে, ১১৫ টি ভাষায় কুরআন শরীফের কতিপয় আয়াতের অনুবাদ ছেপেছে, ১১২ টি ভাষায় কতিপয় হাদীসে রাসুল সাঃ এর অনুবাদ, ১০৮টি ভাষায় হযরত মসীহে মাউদ ও মাহদী আঃ এর লেখা থেকে উদ্ধৃতি ছেপেছে। ইসলামের শিক্ষা, ইসলামের সৌর্ন্দয্য বা ইসলামের বৈশিষ্ট বর্ননা করে শতাধিক ভাষায় হাজার হাজার পরিমানে বই-পত্র প্রকাশ করা হয়েছে এবং এই সব কাজ দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে চলেছে। তাছাড়া বিভিন্ন ভাষায় সাপ্তাহিক ও মাসিক বহু পত্র -পত্রিকা বের হচ্ছে।

এ সবকিছু আহমদীয়াতের সত্যতার তথা হযরত মির্যা সাহেবের সত্যতার প্রমান। আল্লাহ তালা ছাড়া কোন শক্তি জামাতের এমন সাহায্য করছে? অনেকে বলেন 'কোন বিদেশী শক্তি পেছনে হবে নিশ্চয়।' কিন্তু তাদের কথার কোন প্রমান তারা দিতে পারেন না। দুঃখের বিষয়

এই যে তারা বিবেচনা করেন না, একটু চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, এই জামাতের পেছনে কোন শক্তি এ জন্য থাকতে পারে না যে, এই জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস এমন, এ জামাতের দাবী এমন যে, এর পেছনে কোন জাগতিক শক্তি গোপন থাকতে পারে না। তাছাড়া লক্ষ্য লক্ষ্য এমন ঘটনাবলী রয়েছে, এমন কি আজ ও এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটছে যে, বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না যে, এর পেছনে এক আল্লাহ শক্তিশালী হাত রয়েছে। তবুও কেউ যদি মনে করেন যে, কোন মিথ্যা দাবীদার এমন হতে পারে, তবে তার নজির পেশ করা উচিৎ। ইতিহাসে কোথাও এমন নজির পাওয়া যাবে?

(৪) নবীর সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমান তাঁর খেলাফত

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟
ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ
ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى
شَيْـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

অর্থঃ" তোমাদের যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন, যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগনকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন; এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর উহাকে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সংগে কোন কিছুকে শরীক করবে না। এবং ইহার পর যারা অস্বীকার করবে তারা হবে দুষ্কৃতিকারী। (সূরা নূরঃ ৫৬)

বুযুর্গ তাফসীর কারকগন লিখেছেন যে, এই আয়তের ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে হযরত রাসুল সাঃ এর পরে খেলাফতে রাশেদা কায়েম হয়েছিল। এবং এই আয়াতের ভবিতব্য অনুযায়ি হযরত মাহদী আঃ এর পরও ঐরুপ খেলাফত কায়েম হবে। হযরত মাহদী আঃ এর পরে খেলাফত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হযরত নবী করিম সাঃ এর হাদীস ও রয়েছে। সেখানে হুযুর সাঃ বলেছেন ঃ

«تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافةٌ على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون مُلكًا عاضًا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله تعالى تكون ملكًا جبريةً ، فتكون ماشاء الله ثم يرفعها

الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة». ثم سكت.

অর্থঃ " তোমাদের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ চাইবেন, নবূয়ত থাকবে। অত:পর আল্লাহ ইহাকে উঠিয়ে নেবেন। তারপর তিনি তোমাদের মধ্যে খেলাফত "আলা মিনহাজে নবূয়ত" প্রতিষ্ঠিত করবেন। তারপর তিনি যতদিন পর্য্যন্ত চাইবেন, ইহা কায়েম রাখবেন; এবং যখন তিনি চাইবেন, ইহাকে উঠিয়ে নেবেন। তারপর তোমাদের মধ্যে বাদশাহী কায়েম হবে; এবং তিনি যখন চাইবেন ইহা তুলে নেবেন। তারপর অত্যাচারী বাদশাহ'র যুগ হবে, যতদিন তিনি চাইবেন। তারপর পুনরায় খেলাফত আলা মিনহাজে নবূয়ত কায়েম হবে। অত:পর হুযুর সাঃ নিরব থাকলেন।(মিশকাত, কিতাবুর রেকাক, বাব এনযার ওয়াত তাহ্যির।)

উপরুক্ত হাদীস থেকে প্রমান হয় যে, হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর মাধ্যমে 'খেলাফত আলা মিনহাজে নবূয়ত' প্রতিষ্ঠিত হবে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আঃ আল্লাহ তালার নির্দেশে ইলহামের ভিত্তিতে "আল ওসীয়ত" গ্রন্থে ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন যে, তাঁর ইনতেকালের পরে তাঁর জামাতের মধ্যে আল্লাহ তালা খেলাফত আলা মিনহাজে নবূয়ত কায়েম করবেন। সুতরাং তাঁর এই ভবিষ্যৎ-বাণী-মোতাবেক, তাঁর ইনতেকালের পর (২৬শে মে,) ২৭ শে মে, ১৯০৮ ইং সালে হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রা:),হযরত মসীহ মাউদ আঃ এর অন্যতম সাহাবী, জামাতের প্রথম খলীফার পদ অলংকৃত করেন এবং হযরত মাহদী আঃ এর নামাযে জানাযা সমাধা করেন।

তারপর আজ সুদীর্ঘ ৮৩ বছরের ইতিহাস এই যে, আহমদীয়া জামাতে প্রতিষ্ঠিত এই খেলাফত আজও অত্যান্ত সুষ্ঠ, অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারু রূপে বলবত এবং উত্তম রূপে ক্রিয়াশীল ও তৎপর রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ইসতেখলাফে (সূরা নূর:৫৬) বর্নিত খেলাফতের কার্য্য প্রনালী ও কার্য্যধারা এবং সকল বৈশিষ্টাবলী যথাযত ভাবে সুসম্পদিত হয়ে চলেছে। আর যদি ইহা প্রমান হয় যে, আহমদীয়া খেলাফতে উল্লিখিত সকল বৈশিষ্টাবলী বিরাজমান তবে ইহাও প্রমান হয় যে, হযরত মির্যা সাহেব সত্য।

অথচ অন্যদিকে আমরা বড় বিস্ময়ের সাথে এবং কৌতুহলের সাথে লক্ষ্য করছি যে, আমাদের এই খেলাফতকে বানচাল ও বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রথম থেকেই অতি সুপরিকল্পিতভাবে, নিপুন ও নিখুত ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং আজও চেষ্টা চলছে। এখানে এই খেলাফতের বিরুদ্ধে চেষ্টার ইতিহাস বর্ননা উদ্দেশ্য নয়, বরং শুধু এতটুকু উল্লেখ থাকে যে, আহমদীয়া খেলাফতকে আল্লাহ তালা হযরত মাহদী আঃ এর হাতে এ জন্য কায়েম করেছেন, যেন হযরত মুহম্মদ সাঃ'র ইসলাম সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করে। অতএব, পৃথিবীর কোন শক্তি-ই ইহাকে বিনষ্ট করতে সক্ষম হবে না। ইহা অবশ্যই নিজ উদ্দেশ্যে সাফল্যমন্ডিত হবে। আজ এটাই আল্লহর আদেশ। আল্লাহ আকবর।

"খিলাফতে হাক্কা ইসলামীয়া"অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামী খেলাফত সর্ম্পকে আয়াতে ইসতেখলাফে যে সকল বৈশিষ্ট সমূহ বা লক্ষ্যনাবলী বর্নিত আছে তা নিম্নরুপ ঃ

(১)খলীফা নির্বাচনের ওয়াদা স্বয়ং আল্লাহ তালা করেছেন।

(২)আল্লাহ তাঁর এই ওয়াদা মোমেন এবং সৎকর্মশীলদের সংগে সম্পৃক্ত করেছেন। খাঁটি ঈমান এবং সৎকর্মশীলতার শর্তে মুসলমানদের মধ্যে খলীফা মনোনীত করবেন বলে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন।

(৩) যে পদ্ধতিতে অতীতে খলীফার নির্বাচন হয়েছে, সেই পদ্ধতিতে এখনও হবে। অর্থাৎ খিলাফত আলা মিনহাজে নবুয়ত।* [এখানে ইংগিত স্পষ্ট যে, আগামীতে প্রথমত নবুয়ত হবে,(হযরত মাহদী আঃ) অত:পর খেলাফত। কারন অতীতে এমনই হয়েছে।]

(৪) খেলাফতের মাধ্যমে দীন (ইসলাম) শক্তিশালী হবে।

(৫)খলীফার জামাত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখিন হবে। কিন্তু আল্লাহর ফজলে খেলাফতের বরকতে সকল প্রকার বিপদ-আপদ কেটে যাবে এবং জামাত কখনও ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।

(৬)খেলাফতের অনুগত জামাত কখনও শিরকে (আল্লাহর শরিক) লিপ্ত হবে না।

(৭) খেলাফতের অনুগত জামাত-ই পৃথিবীতে আল্লাহর ইবাদত কায়েম রাখবে।

উপরে বর্নিত সকল লক্ষ্যনাবলী আহমদীয়া খেলাফতের মধ্যে যথাযত ভাবে পূর্ন মাত্রায় পাওয়া যায়। আর ইহা এমন এক প্রকাশ্য-দিবালোকের মত স্পষ্ট ও পরিষ্কার বিষয় যে, যে কেহ ইহা লক্ষ্য করলেই দেখতে পারে। মূলত: ইহাই খেলাফতের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট যে, নবীর যুগে বহু কারনে নবীর সত্যতা উপলব্ধি করা অনেকের জন্য কঠিন হতে পারে, কিন্তু তাঁর খেলাফতের যুগে খেলাফতের মাধ্যমে জামাতের বিস্তার ও প্রসারের ফলে বিষয়টি সহজে বোধগম্য হয়ে উঠে। অনেক ভবিষ্যৎ বাণী এমন থাকে যা, নবীর পরে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হওয়ার কথা, নবীর যুগে তার পূর্ণতার প্রশ্নই উঠে না, এমন ভবিষ্যৎ বাণীও খলীফার যুগে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং নবী ও তাঁর খেলাফতকে সত্য প্রমান করে।

আমরা যদি এখানে বিস্তারিত আলোচনায় যেতেও চাই, তবুও বিষয়টি এত বড় এবং ব্যাপক যে, তা কোন মতেই এখানে সম্ভব না যে, আলোচ্য আয়াতের গুনাবলী খেলাফতে আহমদীয়ার মধ্যে কিভাবে কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অতএব, আমরা সুধী পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ করি তাঁরা জামাতে আহমদীয়ার খেলাফতের বিষয়টা যেন বিবেচনা করে দেখেন।

আহমদীয়া জামাতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকার অর্থ প্রথমত: এই যে, ইহা আল্লাহর জামাত। দ্বিতীয়ত: এই যে,আহমদীরা আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রথম সারির মুসলমান। কারন আল্লাহর দৃষ্টিতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল না হলে তিনি এর মধ্যে খেলাফত সৃষ্টি করতেন না। তৃতীয়ত: হযরত মির্যা সাহেবের দাবী সত্য। চতুর্থত: এই জামাতের দ্বারা ইসলামের বিজয় হবে। পঞ্চমত: আহমদি ভাই'রা ইসলামের জন্য জান, মাল, সবকিছু আল্লাহ'র খাতিরে ব্যায় (কুরবানী) করার সুযোগ পাচ্ছেন এবং আল্লাহ'র সন্তুষ্টি লাভের, নৈকট্য লাভের সুযোগ পাচ্ছেন। আল হামদুলিল্লাহ।

---

* 'খেলাফত আলা মিনহাজে নবুয়ত" এর অর্থ এই যে, আল্লাহ তালার প্রেরিত নবীর ইনতেকালের পরে, ঐ নবীর প্রতি আনুগত্যশীল জামাতের মধ্যে আল্লাহ একজনকে খলীফা নিযুক্ত করেন। যেন নবীর মৃত্যুর পরপরই বিরোধীরা নবীর জামাতকে ধ্বংশ করতে না পারে। হযরত নবী করিম সাঃ বলেছেন ঃ মাকানাত নবুয়াতুন কাততো ইল্লা তাবেয়াতহাল খিলাফাতো। অর্থাৎ এমন কোন নবুয়ত নেই যার পর খেলাফত ছিল না। নবী মানুষ হিসাবে অবশ্যই মরণশীল। অতএব নবীর মৃত্যুর পর নবুয়তের বরকত বা কল্যান সমূহ (আয়াত:৫৬, সূরা নূর) জারী রাখার জন্য খেলাফতকে আল্লাহ তালা কায়েম করেন, তার নাম 'খেলাফত আলা মিনহাজে নবুয়ত'।

যারা ভাবছেন, বা দাবী করছেন যে, এই খেলাফত কোন এমন মাহত্বপূর্ণ বিষয় নয়, কুরআনে যে মহা মহিমান্বিত খেলাফতের কথা বলা হয়েছে, ইহা তদ্রুপ নয়, তবে তারা বলুন যে, ভবিষ্যতে কি ধরনের খেলাফত হবে, যা কুরআনের আলোকে সত্য বলে তারা স্বীকার করবেন? কিভাবে তারা চিনবেন সেই খেলাফতকে যে, ইহা আসল খেলাফত?

(৫) নবুয়তের মিথ্যাদাবী কারককে শায়েস্তাকরা আল্লাহ'র কাজ,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا
مِنْهُ الْوَتِينَ ۝ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۝

অর্থঃ"এবং সে (মুহম্মদ) যদি কোন কথা মিথ্যা রচনা করে আমাদের প্রতি আরোপ করত, তাহলে নিশ্চয় আমরা তাকে ডান হাতে ধরে ফেলতাম, তারপর তার জীবন-শিরা কেটে দিতাম। তখন তোমাদের কেহ এমন করা থেকে তাকে বাঁচাতে পারত না।" (সূরা আল হাককাহ ঃ৪৫-৪৮)।

আল্লাহ তালা রাসূলে করিম সাঃ সম্মন্ধে কত কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন যে, যদি তিনি নিজ থেকে কোন আয়াত রচনা করে বলতেন যে, ইহা আল্লাহর বানী, অথচ উহা আল্লাহর বাণী না, তাহলে আল্লাহ তালা নিজেই তাকে কঠোর হস্তে দমন করতেন, পাকড়াও করতেন, চরম শাস্তী দিতেন, --- তার জীবন-শিরা কেটে দিতেন। জীবন-শিরা কাটার অর্থ কি? একেবারে ধ্বংশ করে দেয়া, নিঃচিহ্ন করে দেয়া। এখান থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে যে, যদি কোন ব্যাক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা দাবী করে, অর্থাৎ আল্লাহ তার প্রতি বাণীনাযেল করেন নাই, কিন্তু সে দাবী করছে যে, নাযেল করেছেন। আল্লাহ তাকে নবী বলে বা রাসূল বলে সম্বোধন করেন নাই, কিন্তু সে দাবী করছে যে, আল্লাহ তাকে নবী করেছেন; এমন ব্যক্তির কি দশা হবে?

আল্লাহ বলছেন যে, যদি হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ও এমন ভয়ানক অপরাধ করেন (নাউযু বিল্লাহ) তবু তার শাস্তী মৃত্যুদন্ড। ধ্বংশ!! তার চেয়েও বড় লক্ষ্যনীয় এই যে, শাস্তী দেবার কাজটা স্বয়ং আল্লাহ নিজ হাতে রেখেছেন। কোন মৌলভী সাহেবের দায়িত্বে দেন নি। আমাদের বিরোধী বুযুর্গগণ উঠে পড়ে লেগেছেন; অবিরাম হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন যে, তারা মির্যা সাহেবের বিনাশ করেই ছাড়বেন। কোন ছুট দেবেন না। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আল্লাহর কাছে তারা কি উত্তর দেবেন? তারা কুরআনের কোন আয়াতে, বা হাদীসে পেলেন, কে তাদের বললেন যে, তোমরা যাকে ভন্ড দাবীদার বলে মনে কর তাকে তোমরাই শায়েস্তা কর, শাস্তি দাও, জালাও, পুড়াও, তার সর্বনাশ কর?

এমন এক ব্যক্তি যে বলে যে,আল্লাহ আমার উপর তাঁর কালাম (বাণী) নাযেল করেছেন। অতঃপর সে হাজার হাজার ঐ সব বাক্য (আয়াত/ বাণী/কথা/কালাম) প্রকাশ ও প্রচার করে, আর কোন মতেই ঐ সমস্ত কালাম প্রচার ও প্রকাশে বিরত হয় না, আর আল্লাহর নামে কসমও খায়, আল্লাহর শপথ নিয়ে আযাবের শর্ত রেখে কসম খেয়ে প্রচার করে যে, ইহা আল্লাহর কালাম বা আল্লাহ আমাকে ওহী করেছেন; এবং বহু অত্যাচার সত্বেও সে আল্লহর

কসম খেয়ে বলে যে, আমাকে যতই শাস্তী দাও আমি আমার দাবী থেকে বিরত হব না। আর তার এলহামের মধ্যে এ ধরনের এলহামও থাকে যে, আল্লাহ তাকে বিজয় দান করবেন, আল্লাহ তাকে সকল প্রকার আক্রমন থেকে বাঁচাবেন, আর এমন এলহামও থাকে যে, তাঁর বিরোধীদের আল্লাহ সফলতা দেবেন না, বরং তাদের শাস্তীও দিবেন; আর যদি কালক্রমে তার ঐ সব এলহাম পূর্ণও হতে দেখা যায়। অর্থাৎ এই দাবী-কারক দিন দিন প্রসার লাভ করতে থাকে, লোক ধীরে ধীরে তাকে গ্রহন করতে থাকে, যারা তাকে সত্য বলে গ্রহন করে তাদের উপর শক্ত জুলুম করলেও তারা তাকে পরিত্যাগ করে না; আর যারা ঐ দাবীদারকে ধ্বংশ করার চেষ্টা করেছে তারা যদি বার বার ব্যর্থি হয়, তবে আপনারা কি ফয়সালা দেবেন?

এমন দাবীদার যদি বার বার বিরোধীদের তুমুল আক্রমন থেকে বেঁচে যায়, আর কোন প্রকাশ্য শক্তি তাকে সাহায্য করছে, এমন প্রমানও না পাওয়া যায়; আর এই দাবী-কারকের হাজার হাজার এলহামী ভবিষ্যৎবাণী যথা সময়ে পূর্ণ হতে থাকে; আর তিনি সুদীর্ঘ ২৩ বছরেরও বেশী কাল স্বসম্মানে জীবন-যাপন করে প্রাপ্ত বয়সে সাভাবিক ভাবে মৃত্যু বরন করে, তবে কি করে আপনি বলবেন যে, সে ভন্ড-নবী বা মিথ্যা দাবী-কারক ছিল। আরো অতিরিক্ত এই যে, তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর খেলাফত জারী রয়েছে এবং তার জামাত দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, প্রসার লাভ করছে।

কারন এই যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন যে, এমন ভন্ড মিথ্য দাবী-দারকে আমি এমন কঠোর শাস্তী দেই যে, কেহ তাকে আমার আযাব থেকে বাঁচাতে পারে না। এমন কি যদি মুহম্মদ রাসুলুল্লাহ সাঃ ও এই দোষে দুষী হন তবুও কোন নম্রতা দেখানো হতো না। এই আয়াতের পর হযরত রাসুলুল্লাহর (সাঃ) ইতিহাস সামনে রাখুন; দেখুন, হুযুর সাঃ দাবীর পর ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। এরপর যদি কোন ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মাহদী হবার দাবী করেন; অত:পর উল্লিখিত উপায়ে ২৩ বছরের বেশী কাল জীবিত থাকেন; তবে তাঁকে কোন যুক্তিতে অস্বীকার করবেন? আর যদি অস্বীকার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তবে খুব চিন্তা করে দেখুন, আলোচ্য আয়াতকে কাফের-রা হযরত মুহম্মদ সাঃ এর সত্যতার বিপক্ষ্যে ব্যবহার করতে পারে। তারা বলতে পারে যে, হযরত রাসুল সাঃ আল্লাহ তা'লার বাণী প্রাপ্ত হবার দাবীর পরে ২৩ বৎসর জীবিত ছিলেন,আর মির্যা সাহেবও তদ্রুপ, এখন মির্যা সাহেব যদি সত্য না হন তবে, হযরত রাসুল সাঃ এর সত্যতার কি প্রমান? (হে আমার দেশ বাসী! আল্লাহ তোমাদের প্রতি কৃপা করুন।)

'বারাহীনে আহমদীয়া'গ্রন্থ প্রকাশ আরম্ভ হয় ১৮৮০ ইং থেকে এবং ১৮৮৪ পর্য্যন্ত ইহার প্রথম চার খন্ড প্রকাশ পেয়ে যায়। এই গ্রন্থে বহু হাজার এলহাম প্রকাশ করা হয়ে ছিল। এই গ্রন্থের উচ্চ প্রশংসার কথা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এই গ্রন্থ থেকে কিছু পরিমান এলহাম উল্লেখ করা হলো যেন সুধি পাঠকগণ বিবেচনা করে দেখেন যে, এই সমস্ত এলহাম কোন আমলে প্রকাশ করা হয়েছিল, (যা সত্বেও এই গ্রন্থের এত সুনাম ছিল)আজ ঐ সব এলহাম কত ব্যাপক ভাবে বড় গৌরবের সাথে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে।।

অর্থঃ আল্লাহ তালা বলেছেন ঃ

«يا أحمد بارك الله فيك ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى... قل إني أُمرت وأنا أول

المؤمنين... كل بركةٍ من محمد ﷺ.... إنا كفيناك المستهزئين.... إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا.....»

" হে আহমদ! আল্লাহ তোমার মধ্যে বরকত রেখেছেন। তুমি যা চালিয়েছ, তা তুমি চালাও নাই বরং আল্লাহ চালিয়েছেন। — — তুমি বল,"আমি আল্লাহ'র তরফ থেকে আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি এবং আমি সর্ব প্রথম ঈমান এনেছি।" —— —— তুমি বল, "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা পালিয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা (বাতিল) পলায়ন করারই কথা ছিল। ------ ---- সমস্ত বরকত মুহম্মদ সাঃ থেকে —— —— তোমার প্রতি যারাহাঁসি-বিদ্রুপ করবে, আমরা তাদের জন্য যথেষ্ট! ------ ---- আমরা নিশ্চয় তোমাকে বিজয় দান করব, প্রকাশ্য বিজয়! —— —— " (বারাহীনে ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৮-২৪২,)

[খ] অল্লাহ তালা বলেছেন ঃ "বাখারাম কেহ ওয়াকতে তু নযদিক রছিদ ওপায়ায়ে মুহাম্মাদিয়াঁ বর মিনার বুলান্দতার মোহকাম উফতাদ। পাক মুহম্মদ মুস্তফা নাবীয়ূঁ কা সারদার! ---- ---The day shall come when God shall help you."

অর্থঃ "তুমি এখন প্রকাশ হও, কারন, তোমার সময় এসেছে এবং সেই সময় আগত, যখন মুহম্মদীগণকে অবনতি থেকে উন্নতি দেয়া হবে এবং উচ্চ ও মযবুত মিনারের উপর তাদের কদম স্থাপিত হবে। পবিত্র হযরত মুহম্মদ সাঃ নবীগনের সরদার! — — সময় আসবে, যখন আল্লাহ তোমার সাহায্য করবেন। " (বারাহীনে ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ৫২১,)

[গ] " দুনিয়া মে এক নযির আয়া পর দুনিয়া নে উসে কবুল না কিয়া, লেকিন খুদা উসে যরুর কবুল করেগা আওর বড়ে যোর আওয়ার হামলুঁ সে উসকি সাচ্চায়ী যাহের করেগা"

অর্থঃ 'পৃথিবীতে একজন সর্তককারি এসেছেন, পৃথিবী তাকে গ্রহন করে নি; পরন্ত আল্লাহ তাকে গ্রহন করবেন এবং মহাপরাক্রমশালী আক্রমন সমূহ দ্বারা তার সত্যকে প্রকাশ করবেন।'

[ঘ]I love you. I shall give you a large party of Islam.(বারাহীনে ৪র্থ খণ্ড,পৃঃ ৫৫৩,)

এ ধরনের হাজার হাজার এলহাম সমূহ হযরত মসীহে মাউদ ও মাহদী আঃ এর উপর নাযেল হয়েছে বলে তিনি দাবী করেছেন এবং যথা সময়ে এই সব এলহাম প্রচারও করতে থাকেন। ১৮৮৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী এক বিজ্ঞাপনে তিনি এমন অনেক পরিমান এলহাম প্রকাশ করেন। সেখান থেকে কিছু এখানে উল্লেখ করা হলঃ-

উর্দূ থেকে উচ্চারনঃ "খোদা তেরে নাম কো উস রোয তাক জো দুনিয়া মুনকাতা হো জায়ে ইজ্জত কে সাথ কায়েম রাখেখ গা, আওর তেরি দাওয়াত কো দুনিয়া কে কিনারোঁ তাক পৌচা দেগা, — — আওর এইসা হো গা কেহ , সব উহ লোগ জো তেরি যিল্লাৎ কি ফিকর মে লাগে হুয়ে হ্যাঁ, আওর তেরে নাকাম রাহনেকে দারপায় , আওর তেরে নাবুদ কারনে কে খেয়াল মে হ্যাঁয়, উহ খুদ নাকাম রাহেংগে আওর নাকামি আওর নামুরাদি মে মরেংগে। লেকিন খুদা তুঝে বাকুল্লি কামইয়াব কারেগা আওর তেরি সারি মুরাদেঁ তুঝে দেগা। মায়

তেরে খালেস আওর দিলি মুহিব্বুঁ কা গ্রোহ ভী বাড়হাউংগা। আওর উনকে নুফুস ও আমওয়াল মে বরকত দুঁংগা, আওর উন মে কছরত বখসুংগা। আওর উহ মুসলমানুঁ কে উস দুসরে গেরোহ পার তা বারোয কেয়ামত গালিব রাহেংগে। — — তু মুঝসে এইসা হ্যায় জ্যায়সে আম্বিয়ায়ে বাণী ইসরাঈল। (ইয়ানি যিল্লি তওর পার উনসে মুসাবাহাত রাখতা হ্যায়) তু মুঝসে এইসা হ্যায় জ্যায়সি মেরি তৌহিদ। তু মুঝসে হ্যায় আওর মায় তুঝসে হুঁ। আওর উহ ওয়াকত আতা হ্যায়, বালকে করিব হ্যায় কেহ খুদা বাদশাহোঁ আওর আমিরোঁ কে দেলোঁ মে তেরি মুহাব্বৎ ডালেগা। ইহাঁ তাক কেহ উহ তেরে কাপড়োঁ সে বরকত ঢুঁড়েংগে।

আয়ে মুনকেরোঁ আওর হাককে মুখালেফো। আগার তুম মেরে বান্দে কি নিসবাৎ শাক মে হো, আগার তুমহে উস ফযল ও এহসান সে কুচ্ছ এনকার হ্যায় জো হামনে আপনে বান্দে পার কিয়া, তো উস নেশানে রাহমাত কি মানেন্দ তুম ভি আপনে নেসবাত কৈ সাচ্চা নেশান পেশ করো আগার তুম সাচ্চে হো। আওর আগার তুম ভি পেশ না কার সাকো আওর ইয়াদ রাখেখো কেহ হারগিয পেশ না কার সাকোগে, তো উস আগ সে ডরো কেহ জো নাফরমানোঁ কে আওর ঝুটোঁ আওর হাদসে বাড়নে ওয়ালোঁ কে লিয়ে তৈয়ার হ্যায়। ফাকাতা।"

অর্থঃ "আল্লাহ তোমার নামকে কেয়ামত পর্য্যন্ত সম্মানের সাথে কায়েম রাখবেন। এবং তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছে দেবেন। — এবং এমন হবে যে, যে সব লোক তোমাকে অপমান করার চিন্তায় লিপ্ত এবং তোমাকে ব্যর্থ করার চেষ্টায় রত এবং তোমাকে নিঃচিহ্ন করার চেষ্টায় ব্যাপৃত, তারা সকলে ব্যর্থ এবং বিফল অবস্থায় মরবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত করবেন। এবং তোমার সকল আকাঙ্খা পূরণ করবেন। আমি তোমার একান্ত প্রিয়জনদের সংখ্যা বর্ধিত করব। তাদের বংশধর এবং ধন-মালে বরকত দিব। এবং তাদের প্রাচুর্য্য দিব। তারা অপর মুসলমানদের উপর কেয়ামত পর্য্যন্ত বিজয়ী থাকবে। — — তুমি আমার নিকট এমনই যেমন বনী ইসরাঈলী নবী। (অর্থাৎ রূহানী সাদৃশতা) তুমি আমার নিকট এমনই যেমন আমার তৌহিদ। তুমি আমার থেকে আমি তোমার থেকে। এমন সময় আসছে, বরং খুব নিকটে, যখন বাদশাহ এবং বিত্তশালীদের অন্তরে তোমার প্রেম সঞ্চার হবে। এমনকি তারা তোমার পোশাক থেকে বরকত খুঁজবে।— — হে অস্বীকারকারী এবং সত্যের বিরোধীরা। তোমরা কি আমার এই বান্দার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছ? যদি ঐ কৃপা ও অনুগ্রহকে অস্বীকার কর, যা আমরা নিজ বান্দার উপর করেছি, তবে এই প্রকার রহমতের নির্দশন তোমরাও তোমাদের তরফ থেকে পেশ কর, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক, আর যদি পেশ না করতে পার, এবং স্মরণ রাখ যে, তোমরা নিশ্চয় পেশ করতে পারবে না। তবে ঐ আগুনকে ভয় কর, যা অবাধ্য, মিথ্যুক এবং সীমা লঙ্ঘনকারীদে জন্য প্রস্তুত আছে। ব্যাস। " (বিজ্ঞাপন, ২০শে ফেবরুয়রী, ১৮৮৬ ইং,)

এই সমস্ত এলহামের পবিত্র বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে, আজও হচ্ছে এবং পরেও হতে থাকবে। হযরত মসীহে মাউদ ও ইমাম মাহদী আঃ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইনতেকাল করেন। তিনি তাঁর পেছনে এক সুসংগঠিত, সুসংহত, সুশৃঙ্খল, সুষ্ঠ, সুস্থ্য, সবল, সক্ষম, সহিষ্ণু, সক্রিয়, সৎকর্মপরায়ণ, সাহসী এমন জামাত রেখে গেছেন, যা পরবর্তিকালে এক ঐশী-নির্বাচিত খলীফার নেতৃত্যে বিরাট সাফল্য, ব্যাপ্তি, প্রতিষ্ঠা, প্রসার লাভ করেই চলেছে।

কুরআনের এই আয়াতের আলোকে বিচার দেখুন। কুরআন বলছে যে, আল্লাহ তালার নামে মিথ্যা রচনা কারীকে আল্লাহ মোটেই কোন সুযোগ না দিয়ে কঠোর হস্তে তাকে পাকড়াও করেন এবং ধ্বংশ করে দেন। আর হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী হওয়ার দাবীর পরে, যে বিরাট সাফল্য লাভ করেছেন, ইহা এক বাস্তব ঘটনা। আল্লাহ তালা হযরত মুহম্মদ সাঃ এর ধর্ম ইসলামকে চুড়ান্ত বিজয় দান করুন যেন পৃথিবীর সকল মানুষ আল্লাহ তালার রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে। আমীন।

পরিশিষ্টী

হযরত মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

«إذا رأيتموهُ فبايعوه ولو حبوًا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي».

অর্থঃ "যখন তোমরা তাঁর সংবাদ পাবে— তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে বয়াত গ্রহন করবে, (এ জন্য) যদি তোমাকে বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়; (তবুও যাবে) কারন, তিনি আল্লাহ'র খলীফা 'আল মাহদী'।" (ইবনে মা'জা, বাব খুরুজে মাহদী)

হযরত ইমাম মাহদী আঃ বলেছেনঃ

" আমাকে অস্বীকার করা বস্তুত আমাকে নয়, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাঃ কে অস্বীকার করা হবে। কারন, যে আমাকে 'মিথ্যা' সাব্যস্ত করে, সে আমার পূর্বে আল্লাহ তালাকে মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করে।" তিনি আরও বলেছেনঃ

" আমি দৃঢ়তা ও সংকল্পের সহিত বলিতেছি যে, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহর রহমতে এ ময়দানে আমারই বিজয় হইবে। আমি দূরদর্শন শক্তি দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে আমার পদতলে দেখিতেছি। সেই সময় অতি সন্নিকট, যখন আমি একটি মহান বিজয় লাভ করিব। কেননা আমার মুখের কথার সমর্থনে আরও একজন কথা বলিতেছেন, আমার হাতকে শক্তিশালী করিবার জন্য আরও একটি হাত চলিতেছে, পৃথিবী ইহা অনুভব করিতেছে না, কিন্তু আমি উহা প্রত্যক্ষ্য করিতেছি। আমার অভ্যন্তরে একটি ঐশী শক্তি কথা বলিতেছে, যা আমার প্রতিটি শব্দকে, প্রতিটি অক্ষরকে নব-জীবন দান করিতেছে। আকাশে এমন আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছে যাহা একটি মাটির দেহকে আল্লাহর আদেশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ---- ---- " (রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪০৩) ---- ---- --
ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ ॥

যারা ইসলাম বা আহমদীয়া জামাত সম্পর্ক অধিক জানতে চান, অনুগ্রহ পূর্বক নিম্নের যে কোন ঠিকানায় যোগাযোগ করুনঃ- (ধন্যবাদ।)

Anjuman-e-Ahmadiyya
4 Bakhshi Bazar Road
Dhaka
Bangladesh

The London Mosque
16 Gressenhall Road
London SW18 5QL
United Kingdom

NUR MOSCHEE
Babenhauser Landstr 25
6000 Frankfurt am Main 70
Germany

The American Fazl Mosque
2141 Leroy Place N.W.
Washington D.C. 20008
U.S.A.

Baitul Islam
10610 Jane Street,
Maple (Ont) L6A 1S1
Canada

Advent of Imam Mahdi;
Quran and Hadith Testify His Coming
(in Bangla)

(By Muhammad Imdad-ur-Rahman Siddiqui)

The background of the onslaughts of the enemies of Islam and how Hazrat Mirza Ghulam Ahmad defended it by writing irrefutable book Brahin-e-Ahmadiyya. Proofs have been provided from the Holy Quran testifying the coming of Imam Mahdi and verses have been quoted establishing the death of Jesus Christ. The meaning of the verses relating to 'Khatm-e-Nabuwwat' have also been explained proving that they do not contradict the coming of a subordinate prophet and above all, the signs foretold in the Islamic scriptures establishing the age of his coming have also been indicated.